বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন

www.ypsa.org **@ypsabd**

সম্পাদক : মোঃ আরিফুর রহমান।

নির্বাহী সম্পাদক : মোহাম্মদ শাহজাহান
শ্যামশ্রী দাস
প্রদীপ আচার্য

সহযোগিতায় : পলাশ চৌধুরী, মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, নাছিম বানু, খালেদা বেগম, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ভাস্কর ভট্টাচার্য, খালেদা বেগম, গাজী মোঃ মাইনুদ্দিন, আদিল মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন, নেওয়াজ মাহমুদ, ফারহানা ইদ্রিস, মো: আবদুস সবুর, যিশু বড়ুয়া, মোঃ মনজুরুল ইসলাম পাঠান, মোহাম্মদ আলী শাহিন, সানজিদা আকতার, প্রবাল বড়ুয়া, সুমন কুমার চৌধুরী, জহিরুল ইসলাম, মোঃ দিদারুল ইসলাম, রেহেনা আকতার, সবুজ চাকমা, মোঃ মাসুদার রহমান (মাসুদ), মোঃ রাশেদুল করিম, শিউলী রানী দেবী, মোহাম্মদ আবদুন নুর, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, শমসের উদ্দীন মোস্তাফা, মোহাম্মদ ইসমাইল, হোসনে আরা রেখা, জয়নাল আবেদীন, সাইনুল বিন মান্নান, মোঃ রুহুল্লাহ্ খান (কামাল), রিফাত জাহানা, সাদিয়া তাজিন, ইউসুফ আলী, মোঃ এনামুল হক, শাদমান সাকিব, মোঃ সোহাগ হোসেন, মোঃ শাহিনুল ইসলাম, গৌতম বিশ্বাস, ডাঃ মোঃ আবু হেনা সজিব, মোস্তাক আহমেদ, সুমন দেবনাথ, মোঃ বখতিয়ার হোসেন, মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন, তাপস নন্দী, মোঃ হারুন, ইসমাইল ফারুক মানিক, সৈকত চন্দ্র পাল, মোঃ মহসিন মিঞা, মোঃ আবু তাহের, সঞ্জয় চৌধুরী, বাদল শেখ, বখতিয়ার হোসেন, আজনবী মজুমদার (নাহিদ)সহ আরো অনেকে।

ডিজাইন ও বিন্যাস : মো: আবদুস সবুর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ ইং
প্রকাশনায় : ইপসা
প্রকাশকাল : জুন ২০২৩ খ্রীঃ

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)
বাড়ি নং - এফ ১০ (পি), সড়ক নং - ১৩, ব্লক - বি
চান্দগাঁও আবসিক এলাকা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম ৪২১২।

মুখবন্ধ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩ এ ইপসা'র গত এক বছরের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল। দেশে দেশে যুদ্ধ, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত, অভিবাসন সমস্যা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বছরটি অতিক্রান্ত করেছে। তদুপরি আমি খুবই আশাবাদী যে, আগামী বছরগুলোতে এই অভিজ্ঞতা ও তা থেকে লব্ধ শিক্ষণ কাজে লাগিয়ে, স্থানীয় জনগোষ্ঠির চাহিদা ভিত্তিক টেকসই, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচী এবং উন্নয়ন সহায়কদের সহযোগিতায় ইপসা তার গুণগত পরিধিকে আরো সম্প্রসারণ করতে সচেষ্ট হবে। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, ইপসা পরিবারভূক্ত সকল সদস্য, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীসহ লক্ষিত জনগোষ্ঠি, সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের নিরবিচ্ছিন্ন আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থন এর জন্য। আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই, ইপসা বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩ প্রণয়নে নির্বাহী সম্পাদকসহ অন্যান্য সহযোগীদের যারা এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইপসা'র এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। ইপসা বিশ্বাস করে, দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির অধিকার আদায়, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও সাম্যতার পৃথিবী বির্নিমাণে আমাদের সাথে আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যহত থাকবে।

(মোঃ আরিফুর রহমান)
প্রধান নির্বাহী
ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

প্রারম্ভিকাঃ ---৪
ভিশনঃ ---৫
মিশনঃ ---৫
মূল্যবোধঃ ---৫
সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ ---৫
গভর্নেন্সঃ ---৫
সাধারণ পরিষদ সদস্যঃ ---৫
কার্যকরী পরিষদঃ ---৫
মাসিক সমন্বয় সভাঃ ---৬
সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভাঃ ---৬
কর্মএলাকাঃ ---৬
জনসংখ্যা কভারেজঃ ---৬
কর্মএলাকার অফিসসমুহঃ ---৬
মানব সম্পদঃ ---৬
আইনি ভিত্তিঃ ---৭
দাতা/সহযোগী সংস্থাসমূহঃ ---৭
অর্জনসমূহঃ ---৭
ইপসা’র উন্নয়ন থিম সমূহঃ ---৮
স্বাস্থ্যঃ ---৯
শিক্ষাঃ ---১৬
মানবাধিকার ও সুশাসনঃ ---২২
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নঃ ---৪৩
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনঃ ---৬৫
দূর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মানবিক সাড়াদানঃ ---৭১
লিংক অরগানাইজেশনসমূহঃ ---৭৭
ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ ---৮৫

প্রারম্ভিকাঃ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা গত ২০ শে মে ২০২৩ সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বে ৩৮ তম বছরে পর্দাপণ করল। ১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্ব-প্রণোদিতভাবে উৎসাহিত হয়ে ইপসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই যুব সংগঠনটি যুবদের নেতৃত্বে বিকাশে, স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসন কাজে নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে "ইয়ং পাওয়ার" যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারি অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কালক্রমে ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগসহ সারা বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে কর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ যেমন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কপিরাইট অফিস, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটী এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নিবন্ধন লাভ করে। ইপসা যুব উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ পরামর্শক পদমর্যাদাভূক্ত সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্ট কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্মএলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা প্রকল্পসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য; শিক্ষা; মানবাধিকার ও সুশাসন; অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন; পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও মানবিক সাড়াদানের মাধ্যমে ৬ টি মূল থিমে কাজ করছে। প্রতিবেদন সময়কালীন ইপসার কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১,৬৭৪,০৭৪ জন।

ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্মসূচিসমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মাননা অর্জন করেছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও কোভিড-১৯ সাড়াদানে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০১৭ সালে পাশ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ইপসা ব্যাপক আকারে ত্রান ও পূর্ণবাসনের কাজ চালিয়ে আসছে। বর্তমানে ইপসা প্রায় ৩৩.৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের (প্রায় ২ লক্ষ রোহিঙ্গা) বিভিন্ন মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে, যা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৃহৎ। দেশে দেশে যুদ্ধ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, উপযুপরী প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা এবং অপরাপর নাজুক পরিস্থিতি অভিজ্ঞতায় ইপসার তদনুসারে পরিকল্পনা ও কর্ম-কৌশল ঠিক করতে হচ্ছে। ইপসা'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর বাস্তবায়ন, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে রূপান্তরনে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বোপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে ইপসা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ।

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্যপরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার, আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরীসহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভিশনঃ
এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

মিশনঃ
ইপসা'র অস্তিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

মূল্যবোধঃ
দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
ন্যায়বিচার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
পারষ্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা
মানসম্পন্নতা এবং উৎকর্ষতা
বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মিতা

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ
ইপসার ভিশন,মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/কালচার হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। সংস্থার সকল কর্মী, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সকলে মিলে এই লক্ষ অর্জনে সচেষ্ট থাকব। সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ
পারিবারিক পরিবেশ
দায়িত্ব সচেতনতা
ব্যয় সাশ্রয় নীতি
গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণে'র সাম্য ও সম্প্রীতি
সুস্থ বিনোদন

গভর্নেন্সঃ
ইপসা'র অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক গভর্নেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুমোদিত পলিসি/ গাইডলাইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং সমন্বিতভাবে সংস্থার সদস্যবৃন্দ ও নিবেদিত প্রাণ দক্ষ কর্মীবৃন্দ দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

সাধারণ পরিষদ সদস্যঃ
ইপসা'র সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহনে বছরে একবার বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও আর্থিক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্মপকিল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থিক বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। সভায় সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রতি তিন বছর পরপর ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ (সভাপতি, কোষাধক্ষ্য, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪ জন ও সদস্য সচিব) গঠন করে থাকে।

কার্যকরী পরিষদঃ
ইপসা তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্যকরী পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘস্থায়ীত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদন ও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এই সব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড সাধারন পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। ইপসা কার্যকরী পরিষদ এর সদস্যবর্গ বিভিন্ন সময় সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও কার্যালয়সমূহ পরিদর্শন করেন।

এসময় তারা মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে থাকেন।

মাসিক সমন্বয় সভাঃ
ইপসা'র বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ ঠিক মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি ও পরিবর্তীতে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতি মাসে দিন ব্যাপী এই মিটিং পরিচালনা করা হয়। স্ব স্ব প্রকল্পের স্টাফগণ এ মিটিং এ অংশগ্রহন করেন এবং নিজেদের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই মিটিংয়ে সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ত্রৈমাসিক সভাঃ
সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের কাজে গতিশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নে প্রতি তিন মাস পর পর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র স্টাফরা তাদের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাৎসরিক পরিকল্পনার আপডেট অবহিত করেন। উক্ত সভায় প্রধান নির্বাহী উপস্থিতি থেকে সভা পরিচালনা করেন। সভা শেষে প্রধান নির্বাহী ও কোর ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

কর্মএলাকাঃ
বিভাগ : ০৭
জেলা: ৩০
উপজেলা/থানা: ১৮৬
ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড: ১,৭৪০
গ্রাম : ১৫,৬৬০

জনসংখ্যা কভারেজঃ
প্রত্যক্ষ : ১.৬৭৪ মিলিয়ন
পরোক্ষ: ৮.৫০ মিলিয়ন (আনুমানিক)

কর্মএলাকার অফিস সমুহঃ
প্রধান কার্যালয় : ০১
কোর প্রোগ্রাম অফিস : ০১
ঢাকা অফিস : ০১
ফিল্ড / ব্রাঞ্চ অফিস : ৬৯
প্রজেক্ট অফিস : ৬১
ট্রেনিং সেন্টার : ০৩ টি (২ টি আবাসিক, ১ টি অনাবাসিক)
হেলথ সেন্টার : ০৬
কমিউনিটি রেডিও : ০১ টি (রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২- সীতাকুন্ড অবস্থিত)
ইন্টারনেট রেডিও : ০১ টি (রেডিও দ্বীপ- সন্দ্বীপে অবস্থিত)

মানব সম্পদঃ

কর্মী	মোট	নারী	পুরুষ
নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	৫১২	৯১	৪২১
প্রকল্প কর্মী	৫৯২	১৬৫	৪২৭
খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষকসহ)	২৩৭	৮০	১৫৭
আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং শিক্ষানবিশ	১৯৫৪	৯৬৯	৯৮৫
মোট	**৩২৯৫**	**১৩০৫**	**১৯৯০**

আইনি ভিত্তিঃ

ক্রম	নিবন্ধন তথ্য	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ
১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৯১৬	২৬/০২/৯৫ ইং নবায়ন ২৬/০২/৩০
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	চট্টঃ ১৮৭৫/৮৯	১০/০৯/১৯৮৯ ইং
৩	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	এমআরএ০০০০৩৩৯ ০০২৯৯ ০১২৪৯ ০০৩৩৫	২৩/০৯/২০০৮ইং
৪	জয়েন্ট স্টক কোম্পানী	সিএইচসি-২২৭/০৪	২৯/০২/২০০৪ইং
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	নং- ৩১,বা ৫৫২, চট্ট - ৪৬, সীতাকুন্ড- ০১	২০/১১/১৯৯৪ ইং
৬	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	নং-৬৮/১৭	১৩/৩/২০১৭ ইং
৭	টি আই এন (TIN)	৩৪৭৩০০২৮৫১	০১/১২/০৫ ইং
৮	ভ্যাট (VAT)	২১২১০৩৯৪৮	৩০/০৩/০৬ ইং
০৯	তথ্য মন্ত্রণালয়/বেতার - ২ শাখা (রেডিও সাগরগিরি এফ এম ৯৯.২)	লাইসেন্স নং - ৫	১৯/১২/২০১১ ইং
১০	ইপসা এমপ্লয়ীজ (কন্ট্রিবিউটরী) প্রভিডেন্ট ফান্ড	আঃ সাঃ/৫পি-১/চট্ট-২/২০১৭	১৫/৫/২০১৭ ইং

দাতা/সহযোগী সংস্থাসমূহঃ

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় * a২i কর্মসূচী * প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় * পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পি কে এস এফ) *বিশ্ব ব্যাংক * পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল * ই এম কে সেন্টার, ঢাকা * জিসিইআরএফ * ইউএসএফএস * গ্লোবাল ফান্ড * আইআরসি * শেভরন * ডেনিডা এসপিএ * সেভ দ্যা চিলড্রেন * কেসিএফ * বিএসআর (বিজনেস ফর সোসাল রেসপনসিবিলিটি) * আই ও এম * ইউএনডিপি * প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ * বিএমজেড * জিএফএফও * উইনরক ইন্টারন্যাশনাল * ডেমোক্রসি ইন্টারন্যাশনাল * বিট্রিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ * বি এইচ এ (ব্যুরো অব হিউম্যানেটেরিয়ান এ্যাসিসটেন্স) * ইউএসএআইডি * বিবিসি মিডিয়ায় এ্যাকশন * ইউএনএফপিএ * সিসিম ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ * সুইস কন্টাক্ট * ক্লাইমেট জাস্টিস রেজিলিয়েন্ট ফান্ড (সিজেআরএফ) * বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি * মুসলিম এইড ইউকে * বিএসআরএম * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ * ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড * সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড * শাপলা নীড় এবং * সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন

অর্জন সমুহঃ

ইপসা বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন । এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

- ✓ যুব ও উন্নয়ন কর্মসুচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আর্ন্তজাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে।
- ✓ বাংলাদেশ আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেইজি ফর অল ধারনার জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি এওয়ার্ড অর্জন ২০১০ ইং
- ✓ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইপসা'র জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ওয়েব পোর্টাল (www.shipbreakingbd.info) তৈরী ও পরিচালনার জন্য মন্থন এওয়ার্ড অর্জন করে ২০১০ইং ।
- ✓ জাতিসংঘ এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস অর্জন করে ২০১৩ ইং ।
- ✓ ইপসা সিএলএস প্রকল্পে ডিজিটাল টকিং বুক এর মাধ্যমে ইনোভেটিব সার্ভিস ডেলিভারির জন্য ইপসা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বিকন এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- ✓ দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের রিডিং মেটেরিয়ালস তৈরীর স্বীকৃতিস্বরূপ ইপসা, একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হয়ে ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।

- ✓ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে মানসম্পন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমানকে "বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সম্মাননা-২০১৮" প্রদান করা হয়।
- ✓ সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগে সেরা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২০১৮ স্বীকৃতি লাভ।
- ✓ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটালে ক্ষমতায়ন আনার নিমিত্তে, ইউনেস্কু ২০১৮ সালে ইপসাকে আমির আল আহমেদ আল জাবের সম্মাননা প্রদান করেন।
- ✓ নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়, চট্টগ্রাম ইপসাকে চট্টগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন ২০২০ সম্মাননা প্রদান করেন।
- ✓ তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য, তামাক বিরোধী জাতীয় প্লাটফর্ম, ইপসাকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৯ প্রদান করেন।
- ✓ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঠ উপযোগী বই তৈরীর জন্য, ইপসা ২০২০ সালে জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড অর্জন করে। জাতিসংঘ সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এই এওয়ার্ড দেওয়া হয়।
- ✓ শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ডেভেলপ ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজিও চ্যালেঞ্জ্য এওয়ার্ড অর্জন করে।
- ✓ নারী এবং প্রতিবন্ধিদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য চ্যম্পিয়ান ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০২১ অর্জন করে।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৯ গ্রহন করছেন ইপসা'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

নারী এবং প্রতিবন্ধিদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য, ইপসা'র চ্যম্পিয়ান ডব্লিউএসআইএস এওয়ার্ড ২০২১ অর্জন।

শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজিও চ্যালেঞ্জ এওয়ার্ড অর্জন করে। এওয়ার্ড গ্রহন করেছেন ইপসার প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান।

ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহঃ

ইপসা দারিদ্র, ঝুঁকি, প্রান্তিকতা এবং এর মূল কারণগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া ইপসা'র ভিশন, মিশন ও মূল্যবোধের আলোকে সংস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে ছয়টি থিমের মাধ্যমে অংশগ্রহন করে থাকে। ইপসা'র উন্নয়ন থিমগুলো হল;

১. স্বাস্থ্য
২. শিক্ষা
৩. মানবাধিকার ও সুশাসন
৪. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
৫. পরিবেশ, ও জলবায়ু পরিবর্তন
৬. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সাড়াদান

নিম্নে থিমভিত্তিক চলমান কর্মসূচির বিবরণ উল্লেখ করা হল।

স্বাস্থ্য কর্মসূচি

স্বাস্থ্য

ইপসা বিশ্বাস করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার এবং উন্নত জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় এখানে স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি গুরুতর। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে সংক্রামক, অ-সংক্রামক রোগ, অপুষ্টি, পরিবেশগত স্যানিটেশন সমস্যা, প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যা ইত্যাদি। এই স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠি খুবই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ইপসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা জন্য সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে তৃণমূলে কাজ করে আসছে। ইপসা ২০২২-২০২৩ সময়কালে স্বাস্থ্য বিষয়ক সর্বমোট ৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ৬৫৪৭৫ যেখানে শিশু ৫% কিশোর কিশোরী ৪০% যুবা ২০% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ১৮% প্রবীন জনগোষ্টি ২% প্রতিবন্ধী ১% এবং নৃতাত্বিক জনগোষ্টি ১৪%। ইপসা প্রতিবেদন সময়কালে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ যেসব কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে উল্লেখ করা হল।

ক্রম নং	স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচী
০১	সুখী জীবন প্রকল্প
০২	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজেলন ফর হিইম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপম্যান্ট প্রজেক্ট
০৩	এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্প (PWID): SP২৬
০৪	ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার
০৫	Prioritized HIV prevention and treatment service for key population in Bangladesh.

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ সুখী জীবন প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন ০১, ২০২১- মে ৩১, ২০২৩। **দাতা সংস্থাঃ** পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ বাঁশখালী, চট্টগ্রাম। কাউখালী, রাঙ্গামাটি। পানছড়ি, খাগড়াছড়ি ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং অধিকার নিশ্চিতে একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ তৈরীর প্রয়োজনীয়তা জনগণ উপলব্ধি করবে।

কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিস্তৃত হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও অধিকার প্রাপ্তিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে কমিউনিটির জনসাধারণ এর বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি এবং সামাজিক সহায়তা শক্তিশালী করা।

১০-১৯ বছরের কিশোর-কিশোরী এবং ২৪ বছর বয়সের যুবদের অর্ন্তভূক্তিমূলক, বয়স এবং লিঙ্গ ভিত্তিক যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এবং সেবা প্রাপ্তিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ১০-১৯ বছরের কিশোর-কিশোরী এবং ২০-২৪ বছরের যুবক-যুবতী, গর্ভবতী নারী, নববিবাহিত দম্পতি এবং প্রথম সন্তানের পিতা-মাতা

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. বিদ্যালয় ভিত্তিক কিশোর, যুবক, গর্ভবতী, নববিবাহিত দম্পতি, এবং প্রথমবারের মতো পিতা-মাতা সাথে ৩১৪০ সেশন (এসবিসিসি সেশন, ছোট গুপ সেশন, পিয়্যার এডুকেশন সেশন নামে) পরিচালনা করা।

২. সুবিধাভোগীর প্রাসঙ্গিক স্বাস্থ্য পরিসেবা রেফার এর আলোকে ১৫০ টি হোম ভিজিট এবং ২৪৫ জন নারীকে পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৩. ১৪ টি স্কুলে স্কুল-ভিত্তিক SRH বিষয়ক ১৪ টি বিতর্ক এবং কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন, ১৪ টি দেয়াল-পত্রিকা এবং ১৯৬ টি স্কুল সেশন সম্পন্ন ।

৪. চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল, ম্রো এবং অপরাপর মিলে সর্বমোট ৮৯২৯ জন নৃগোষ্ঠীর মানুষের কাছে পৌঁছানো। তিনটি আদিবাসী ভাষায় এসআরএইচ বিষয়বস্তুও তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা এটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে।

৫. ১২ দিবস পালন, ১২ টি কমিউনিটি সংলাপ, ১২ টি রেফারেল মেকানিজম মিটিং, এবং ১৪ টি সংবেদনশীলতা সভা'র মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী স্টেকহোল্ডারকে যুক্ত করা হয়েছে।

কমিউনিটি রিসোর্স পুল সদস্য দ্বারা পরিচালিত ছোট দলের সচেতনতামূলক সভা	**পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কাউন্সিলিং**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- কমিউনিটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে SRH এবং FP সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ সহজতর নয়; ইপসা সামঞ্জস্যপূর্ণ সামর্থ্য এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিল। তৃণমূল পর্যায়ে SRH পরিবেশ গড়ে তুলতে স্থানীয় সম্প্রদায়; যেমন: স্থানীয় নেতা, যুবক, শিক্ষক এবং অপরাপর প্রভাবক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এর যুক্ততা অপরিহার্য।
- পরিবার ও কমিউনিটি পর্যায়ে SRH/FP চর্চা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ এবং কারিগরী ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন: পরিবেশ বান্ধব এবং সাশ্রয়ী স্যানিটারি প্যাড উদ্ভাবনের প্রশিক্ষণ এর আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজেলন ফর হিইম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপম্যান্ট প্রজেক্ট।

প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৭। **দাতা সংস্থা:** ই এম কে সেন্টার, ঢাকা।

প্রকল্পের কর্মএলাকা: সীতাকুন্ড, মীরসরাই, পটিয়া রোয়ালখালী, চন্দনাইশ, সন্ধীপ চট্টগ্রাম । ছাগলনাইয়া, দাগনভুইয়া, ফেনী । কুমিল্লা দক্ষিণ, লালমাই, তিতাস কুমিল্লা ও চাঁদপুর।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

বাংলাদেশ সরকার (GoB) বিশ্বব্যাংক (WB) এবং (AIIB) এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ গ্রামীণ জল, স্যানিটেশন এবং হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায়, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ এবং ৬.২ অনুসারে 'নিরাপদভাবে পরিচালিত' পরিষেবা গুলি পূরণ করা এর মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

গ্রামীণ বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন (WASH) পরিষেবাগুলির অ্যাক্সেস এবং গুণগতমান উন্নত করা ।

প্রজেক্টের নীতি মালা অনুসারে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করা। PKSF এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এই প্রকল্পের নির্দিষ্ট উপাদান গুলি বাস্তবায়ন করা।

প্রকল্প অংশগ্রহণকারী/ লক্ষতি জনগোষ্ঠী: ইপসার কর্মএলাকায় ৪৩ টি ব্র্যাঞ্চ এর সদস্য

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ :

১. ১৫ হাজার পরিবেশ সম্মত ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে।

২. কর্ম এলাকায় প্রান্তিক পর্যায়ের নির্ধারিত পরিবারগুলোর মধ্যে সর্বমোট ৩৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা লোন প্রদান করা হয়েছে।

৩. ৫৪৭৪ পরিবারকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ২ -পিট বিশিষ্ট ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে, ৮৭৭ টি পরিবারের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০০০ পরিবারকে এ সেবার আওতায় আনা হবে।

৪. ২১ টি জেলার ১০ ইউনিয়নে শতভাগ পরিবারকে পরিবেশ সম্মত ল্যাট্রিন উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
৫. প্রকল্প সময়কালে সর্বমোট ২৪০৯৭ জন উপকারভোগীর কাছে এ সেবা পৌঁছেছে তন্মধ্যে প্রবীন ১৩৯৭ জন এবং প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১২১।

পরিবেশ সম্মত ল্যাট্রিন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- কর্ম এলাকায় টিফাইভ প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব এ ধরনের উদ্যোগ দেখে কমিউনিটিতে বসবাসরত অপরাপর জনগোষ্টি এ ধরনের নিমার্ণের প্রতি উদ্ভুদ্ধ হয়ে পরিবারে ল্যাট্রিন তৈরী করছে।
- এ ধরনের ল্যাট্রিন নির্মানের ফলে তার যথোপযুক্ত ব্যবহারে ব্যবহারকারীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। এতে করে পরিবারগুলোর স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস হচ্ছে।
- কমিউনিটির স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবেদনশীলতা সাম্প্রতিক অপরাপর স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্ভাবনা হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। যেমন: করোনা ভাইরাস, ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিবারগুলো নিজস্ব উদ্যোগ প্রসংশনীয়।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনা এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্প (PWID)/ SP২৬)
প্রকল্পের সময়কাল: ১লা জানুয়ারী ২০২১ থেকে ৩০শে জুন ২০২৩।
দাতা সংস্থা: ASP, Health of ministry and Bangladesh GoB
প্রকল্পের কর্মএলাকা: ঢাকা, কল্যাণপুর । সিলেট সদর,দক্ষিণ সুরমা। জামালপুর সদর ,সিংহজানী । নরসিংদী সদর, পুরাতন জর্জ কোর্ট। টাঙ্গাইল সদর, কলেজ পাড়া । রংপুর ,সদর, শাপলা। নওগাঁ সদর,ডিগ্রি কলেজ মোড় । চুয়াডাঙ্গা সদর, মাছপট্টি । ঝালকাঠি সদর,মধ্য চাঁদকাঠি। কক্সবাজার সদর, কালুর দোকান । কুষ্টিয়া সদর ,থানাপাড়া ।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্প/ Harm Reduction and Opioid substitution therapy (OST) service package for male and female People Who inject Drugs (PWID):SP২৬ Project, এটা বাস্তয়ন করেছে YPSA এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় icddrb এবং অর্থায়ন করছে ASP, MOHFW, GoB বাংলাদেশের ১১টি জেলায় (ঢাকা, কক্সবাজার, সিলেট, নরসিংদী, জামালপুর, টাইঙ্গাইল, রংপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝালকাঠি, নওগাঁ) প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে মাদক গ্রহণের ক্ষতি হ্রাস করে এইচআইভি ঝুঁকি কমানো এবং অন্যান্য যৌন রোগের হাত থেকে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠিকে রুক্ষা করা এবং একই সাথে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেন এই সংক্রমণ ব্যাধি মাহামারি আকারে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা নেওয়া।
আমরা জানি অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক, সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ এইচআইভি সংক্রমণ ছড়ায় সব চেয়ে বেশি কারন তাদের মধ্যে অনেকেই সুই সিরিঞ্জ শেয়ার করে যার মধ্যে এইচআইভিসহ রক্তবাহিত অন্যান ভাইরাস বিস্তার করে। তাই যারা শিরায় মাদক গ্রহণ করে এরা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত।

যেহেতু সিরিঞ্জে মাদক গ্রহণে এইচআইভি সংক্রমণ এখনো অনেক বেশি। আইবিবিএস ২০২০ অনুসারে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে এইচআইভি ছড়ানোর হার ৫.১% (ঢাকায়) এবং হ্যাপাটাইটিস সি ছড়ানোর হার ৩৩.৮%। দেখা যায় হেপাটাইটিস সি ভাইরাস অনেক বেশি সংক্রামক এবং নিরব ঘাতক। তাই এদের চিকিংসার আওতায় আনা জরুরী। এছাড়া বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ (প্রায় ৫০-৭০ লাখ এবং তাদের মধ্যে ৩৩০৬৭ জন্য ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নেয়) অন্যান্য ড্রাগ ইউজারও রয়েছে যাদের বিভিন্ন যৌন রোগ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষত ড্রাগ ইউজারদের মাঝে একটা ফ্যান্টাসি কাজ করে যে ড্রাগ নিয়ে সেক্সুয়াল রিলেশন করলে বেশি উপভোগ্য হয়, ফলে অনেকেই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত হয় যেমন গ্রুপ সেক্স, গ্যাং সেক্স এবং সিরিয়াল সেক্স জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া আন-সেইফ সেক্স অর্থাৎ কনডম ছাড়া সেক্স করার ফলে এইচআইভি এবং যৌনবাহিত রোগ ছড়ানোর উচ্চ ঝুঁকি থাকে তাই এই কমিউনিটিকে আমরা ঝুঁকিপূর্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করি।

বাংলাদেশ সরকার এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এইচআইভি নির্মুলের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা অর্জনের জন্য এই কমিউনিটিকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনা অতীব জরুরী। তারই লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২১ থেকে এসপি ২৬ প্রজেক্টটি ইপসা আইসিডিডিআবির সহযোগিতায় এবং এএসপির এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণলয়ের আর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য এই ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে এইচআইভির ঝুঁকিহ্রাস এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং এডভোকেসি করা।

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমহঃ

১। ২৬৯৫ জন ড্রাগ ইউজারকে সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, কনডম এবং সুই সিরিঞ্জ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এসটিআই, এইচটিএইচ এবং সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে যা উদ্দিষ্ট জনগোষ্টির ঝুঁকি কমিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান করছে।

২। ৩৯ জন উপকারভোগীর ডিটক্সিফিকেইট করা হয়েছে। তারা এখন সম্পূর্ণ মাদকমুক্ত জীবনযাপন করছে।

৩। ২১৭ জন উপকারভোগীকে লাইফ স্কিল ট্রেইনিং প্রদান করা হয়েছে। ফলে এরা বর্তমানে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে নিযুক্ত রয়েছে।

৪। হসপিটালের তত্ত্বাবধায়ক, জেলা সিভিল সার্জন এবং পুলিশ সদস্যদের সাথে ৫ (পাঁচ) টি হেলথ এডভোকেসি ও ১০ (দশ) টি লিগ্যাল এইড কর্মসূচি এবং ওয়ান টু ওয়ান সেশন (হেলথ এডুকেশন) এর মাধ্যমে ইঞ্জেক্টিং ড্রাগ ইউজারদের (যারা সুঁইয়ের মাধ্যমে শিরায় মাদক নেয়) এবং অন্যান্য মাদক নির্ভরশীল মানুষের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা হয়েছে।

৫। স্থানীয় পর্যায়ে এডভোকেসী তরান্বিত করা হয়েছে যাতে করে সদর হসপিটালগুলো থেকে মাদক নির্ভর জনগোষ্ঠীর নিরবছিন্ন সেবা গ্রহণ, অযাচিত পুলিশি হ্যারেজমেন্ট থেকে রক্ষা পাওয়া এবং দেশীয় আইনের ভিত্তিতে তারা যেন সঠিক বিচার পায়।

স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে এডভোকেসী সভা

বিশ্ব এইডস দিবস ২০২২ উদযাপন

মুল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সিরিঞ্জে মাদক গ্রহণে ব্যবহারকারীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ এবং হ্যাপাটাইটিস সি ভাইরাস ছড়ানোর হার অনেক বেশি। তদুপরী বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ অন্যান্য ড্রাগ ইউজারও রয়েছে যাদের বড় একটি অংশ উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত হওয়ার ফলে বিভিন্ন সেক্সুয়াল ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই জনগোষ্ঠীকে যদিও সেবার আওতায় আনা কঠিন কিন্তু সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সেবার আওতায় আনা সম্ভব।

- মাদক নির্ভরশীলতা থেকে উত্তরণের প্রধান কর্মকৌশল হল উদ্দীষ্টজনগোষ্ঠীকে মাদক মুক্ত করা এবং তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা। সেই লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রয়েছে এমন ৩৯ জনকে ডিটক্সিফিকেইশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আশাপ্রদ। সকলেই বর্তমানে মাদকমুক্ত জীবন যাপন করছে। এ সফলতা অব্যহত রাখতে সহায়ক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তাও গুরুত্বপূর্ণ এবং একইসাথে এই জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী কাজে যুক্ত করতে লাইফ স্কিলস প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে মনোনিবেশ প্রদান করতে হবে।

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার।

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান।

দাতা সংস্থাঃ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার সীতাকুন্ডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিওথেরাপী সেন্টারে সাধারণত সমগ্র সীতাকুন্ড উপজেলা, সন্দ্বীপ, মীরশরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপী গ্রহন করেন।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতি
প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করা।
স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপী সেবা প্রদান।
ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপী সেবা নিশ্চিত করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কর্মএলাকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি ও দূর্ঘটনাজনিত রোগীসহ থেরাপীপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ :

১) ফিজিওথেরাপী সেন্টারের মাধ্যমে এলাকার প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বর্তমানে সপ্তাহে ৭ দিন সেন্টারে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে মাঠ পর্যায়ে গিয়েও রোগীকে থেরাপী প্রদান করা হয়।

২) এলাকার ৪২২ জন স্ট্রোক, মিনিজাইটিস, সেরিব্রাল ফলসি, দূর্ঘটনা আক্রান্ত ও বিভিন্ন ব্যাথা ও রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহন করছে।

থেরাপী সেন্টারে সেবা নিচ্ছেন একজন পুরুষ রোগী	**থেরাপী সেন্টারে মার সাথে খেলা করছেন একজন প্রতিবন্ধী শিশু**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- বর্তমানে থেরাপী গ্রহনের ফলে সেবা গ্রহনকারী ব্যক্তিদের শারিরীক সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যাথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।
- থেরাপী গ্রহনের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।
- বর্তমানে থেরাপী গ্রহনের ফলে সেবা গ্রহনকারী ব্যক্তিদের শারিরীক সক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যাথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।
- থেরাপী গ্রহনের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘমেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ Prioritized HIV prevention and treatment service for key population in Bangladesh.

প্রকল্পের সময়কাল: ১লা জানুয়ারী ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** Global Fund

প্রকল্পের কর্মএলাকা: চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা ও কক্সবাজার

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্টীর (Female sex worker & their Clients) মাঝে এইচআইভি ঝুঁকি কমানো এবং অন্যান্য যৌন রোগের হাত থেকে উদ্দীষ্টজনগোষ্ঠিকে রুক্ষা করা। সাথে সাথে মেইন স্টেইমে জনগোষ্ঠীর মাঝে যেন এইসব সংক্রমণ ব্যাধি মাহামারি আকারে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা নেওয়া।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

আপনার প্রকল্প সামগ্রিকভাবে কোন ধরনের জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করছেন তা এখানে লিখুন (যেমন: রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, জেলে কমিউনিটি, যৌন কর্মী ইত্যাদি): FSW(Female Sex Worker) ও তাদের Clientদের নিয়ে ৩ টি Setting (Street,Hotel ও Residence)

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন:

১। ৭৯৪১ জন FSW(Female sex worker)কে সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের কনডম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের এসটিআই, এইচটিএইচ এবং সাধারণ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২। ৩৩৩২ জন FSW কে HTS Service এর আওতায় আনা হয়েছে। কোনো HIV Positive KP পাওয়া যায়নি ।

৩। ৩২৮ জন FSW Partner কে HTS Service এর আওতায় আনা হয়েছে। কোনো HIV Positive KP Partner পাওয়া যায়নি ।

৪। ২৪৮০ জন FSW কে STI Service এর আওতায় আনা হয়েছে এবং ৩২১ জন FSW Partner কে STI Service এর আওতায় আনা হয়েছে।

৫। রেফারেল সেন্টার ও সদর হসপিটালগুলো থেকে যেন FSW জনগোষ্ঠী নিরবছিন্ন সেবা পায় বা অযাচিত পুলিশি হ্যারেজমেন্ট থেকে যেন রক্ষা পায় বা দেশীয় আইনের ভিত্তিতে তারা যেন সঠিক বিচার পায় সেই বিষয় এডভোক্যাসি করা হয়েছে।

স্যাটেলাইট সেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান	**কমিউনিটি ভিত্তিক এডভোকেসী সভা**

শিক্ষা কর্মসূচি

শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্বজনীন শিক্ষার নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের জন্য ইপসা, সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। ইপসা'র শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা। কারিগরী ও দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক শিক্ষার মাধ্যমে যুব, কিশোর-কিশোরী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে পেশা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা তৈরীতে প্রস্তুতকরণ। আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির জন্য সমন্বিত শিক্ষা নিশ্চিত করা। ইপসা, বাংলাদেশী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বলপূর্বক স্থানচ্যুত রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য ইমার্জেন্সী ইন এডুকেশন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ইপসা ২০২২-২০২৩ প্রতিবেদন সময়কালে শিক্ষা বিষয়ক সর্বমোট ০৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ২৩৪৮০ যেখানে শিশু ৬২% কিশোর কিশোরী ২৩% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ১৫%। প্রতিবেদন সময়কালে ইপসা, শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে উল্লেখ করা হল।

ক্রম নং	শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী
০১	এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি (ইআইই) প্রজেক্ট
০২	আলেকদিয়া শিশুনিকেতন
০৩	এডুকেশন ক্যাননট ওয়েট (ইসিডব্লিউ-এমওয়াইআরপি)
০৪	এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
০৫	কাজী পাড়া শিশুনিকেতন

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ **এডুকেশন ইন ইর্মাজেন্সি (ইআইই) প্রজেক্ট**

প্রকল্পের সময়কালঃ নভেম্বর ২০১৭ থেকে চলমান **দাতা সংস্থাঃ** DFAT, CHEVRON, DANIDA SPA

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ রোহিঙ্গা ক্যাম্প, উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষামূলক পরিবেশে ন্যায়সঙ্গত শিক্ষার সুযোগ ও প্রবেশাধিকারে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী: রোহিঙ্গা ও স্থানীয় শিশু

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. চলতি বছর হোস্ট কমিউনিটির লার্নিং সেন্টার থেকে ১০২ জন শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।
২. ৪৭৩ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে পড়ালেখার আওতায় আনা হয়েছে।
৩. ১৭০ শিশু প্রকল্প এলসি থেকে পড়ালেখা করে বিভিন্ন পদে চাকরি করছে।
৪. MC (মিয়ানমারের পাঠ্যক্রম) ১০০% শিশুর প্রবেশাধিকার হয়েছে।
৫. লার্নিং সেন্টারগুলোতে সবার প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হয়েছে।

লার্নিং সেন্টারে শিশুরা পাঠ গ্রহণ করছে

লার্নিং সেন্টারের শিশুদের সৃজনশীল পরিবেশনা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- ক্যাম্পে ECCD পড়ালেখা নিশ্চিত করা হোস্ট কমিউনিটির তুলনায় কঠিন।
- কাজের প্রতি কর্মীদের প্রতিশ্রুতি অনিরাপদ ক্যাম্প পরিবেশের মধ্যেও গতিশীলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা। সাংগঠনিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মীর কাজের গুনগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- গ্রাজুয়েট শিশুদের জন্য কাজের একটি সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে প্রকল্পের গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- জরুরী সময়ে শিক্ষকগন বিকল্প উপায়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
- ছোট ছোট কার্যক্রমের জন্যও সরকারের (ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের) অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ আলেকদিয়া শিশুনিকেতন, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৯৫ থেকে বর্তমান (২০২৩) **দাতা সংস্থাঃ** সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. সৃজনশীল শিক্ষা ও নতুন কারিকুলামে পাঠদান ।

২. নতুন কারিকুলাম অনুসারে মূল্যায়ন পদ্ধতি

৩. সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলোতে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সুনাম অর্জন।

৪. সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি অর্জন।

দিবস উৎযাপনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ এডুকেশন ক্যাননট ওয়েট (ইসিডব্লিউ-এমওয়াইআরপি)।

প্রকল্পের সময়কালঃ ৩ বৎসর (২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৫)। **দাতা সংস্থাঃ** সেভ দ্যা চিলড্রেন।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ রোহিঙ্গা শিশু এবং স্থানীয় কমিউনিটির শিশুদের জন্য শিক্ষা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

নিরাপদ এবং প্রতিরক্ষামূলক পরিবেশে মেয়ে এবং ছেলেদের (৪.৫-১৮ বছর বয়সী) জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রদান।

মেয়ে এবং ছেলেদের জন্য (৪.৫-১৮ বছর বয়সী) সকল লিঙ্গা এবং অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তকরন, নিরাপদ এবং শিশু বান্ধব শিক্ষাদান এবং শেখার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

মেয়ে এবং ছেলেদের (৪.৫-১৮ বছর বয়সী) শেখার মান উন্নত করা।
গুণগত, অর্ন্তভুক্তিমুলক, নিরাপদ, এবং ন্যায়সঙ্গাত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ।
গুণগত, একিভুত, নিরাপদ, এবং ন্যায়সঙ্গাত শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় কমিউনিটির শিশু, যাদের বয়স ৪.৫-১৮ বছর এবং তাদের অভিভাবক বা প্রাথমিক সেবাপ্রদানকারী।

প্রকল্পের মোট উপকারভোগীঃ ৭,৩০০ জন। রোহিঙ্গা উপকারভোগীঃ ৩,৫০০ জন

শিশু শিক্ষার্থী: ইসিসিডিঃ ৬০০ জন (ছেলে-২৭৯, মেয়ে-৩২১ এবং কিশোরীঃ ৫০০ জন মেয়ে পিতামাতাঃ ২,২০০ জন, অভিভাবক সাপোর্ট গ্রুপ সদস্যঃ ২০০ জন (পুরুষ-৫০ জন, নারী-১০০ জন এবং শিশু-৫০জন)।

স্থানীয় কমিউনিটিঃ ৩,৮০০ জন

শিশু শিক্ষার্থীঃ ৩,০০০ জন; পিতামাতাঃ ৬০০ জন, এসএমসি সদস্যঃ ২০০ জন

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে এখন পর্যন্ত আমরা সফলভাবে ১১০০ জন (মেয়ে ৮২০ জন, ছেলে ২৮০ জন) রোহিঙ্গা কমিউনিটির শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষা সহায়তা পৌঁছে দিতে পেরেছি । তিন থেকে চার বছর বয়সি ৬০০ জন (মেয়ে ৩২০ জন ছেলে ২৮০ জন) প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন এবং উন্নয়নে কাজ করছে । পাশাপাশি ৫০০ জন কিশোরীকে মায়ানমার কারিকুলাম এক্সিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজে ১ (ALP ১) এর পাঠদান করা হচ্ছে।

২. MC-ALP প্যাকেজ-১ এর শিক্ষার্থীরা ওয়ার্কবুকের ভিত্তিতে (বিষয়-নির্দিষ্ট) ত্রৈমাসিক মূল্যায়নের উপর শেখার রেকর্ড অনুসারে, ৯০%-এর বেশি শিক্ষার্থী সন্তোষজনক (মোট স্কোরের মধ্যে ৩৩%) স্কোর বা তার বেশি অর্জন করেছে।

৩. শিক্ষার মান উন্নায়নে ৭৫ জন নারী ফ্যাসিলিটেটরকে মৌলিক প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা, মিয়ানমার কারিকুলাম একীভূতকরণ প্রশিক্ষণ এবং প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন এবং উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ফ্যাসিলিটেটরদের মধ্যে শিশুদের সাথে আগের চেয়ে বেশি আলাপচারিতা করা, দলগত ও জোড়াকাজ পরিচালনা, এবং শিশুদের ঝরে পড়া রোধে দক্ষতা লক্ষ্য করা গেছে। ফ্যাসিলিটেটররা উভয় গ্রুপের শিশুদের উচ্চ উপস্থিতির হার (গড় ৮৪%) নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

৪. প্রকল্পের মাধ্যমে উখিয়া উপজেলার ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য শিক্ষা সহায়ক নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষা সহায়িকা গণ প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের (মেয়ে ৩০৯, ছেলে ২৯৬) উপস্থিতি নিশ্চিত, শিশুদের যত্ন এবং উন্নয়নে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়র পরিকল্পনায় অবদান রাখছে । এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

ECW প্রকল্পের দাতা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প ১৩-এ ইপসার কমিউনিটি ভিত্তিক লার্নিং ফেসিলিটি (CBLF) পরিদর্শন করছেন।	**প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) ইপসা -সমর্থিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার আঞ্জুমানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) পরিদর্শন করেছেন।**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- কমিউনিটির সম্পৃক্ততা(Community Engagement): অভিভাবক, কমিউনিটি নেতা (মাঝি/ ঈমাম) এবং স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা সচেতনতা তৈরি করতে এবং প্রকল্পের জন্য সমর্থন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছো, কমিউনিটির নির্দিষ্ট চাহিদাগুলি সনাক্ত করতেও সাহায্য করেছিল এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছিল । উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, কমিউনিটির অনুরোধের প্রেক্ষিতে বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে মেয়েদের দেওয়া একটি প্যাকেজ এর একটি আইটেম "থামি" (রোহিঙ্গা ঐতিহ্যবাহী পোশাক) এর পরিবর্তে "বুর্খা/আবায়্য" (মুসলিম মহিলাদের লম্বা গ্রাউন এবং স্কার্ফ যা শরীর ও মুখ ঢেকে রাখে) বিতরণ করা হয় ।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (Inclusive Education): প্রকল্পটির শুরু থেকেই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের অংশীদার হিউমিনিটি এন্ড ইনক্লুশন (HI) অংশীদারি সহায়তার মাধ্যমে ৫১ জন প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষা পরিকল্পনা (IEP)ও স্বতন্ত্র পুনর্বাসন পরিকল্পনা (IRP) এর মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্পের শুরুতে প্রতিবন্ধিতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার কম হলেও বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবক এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতেও সহায্তা করেছে।
- নমনীয়তা (Flexibility): ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার সময় নমনীয়তা একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রকল্পটির কমিউনিটির পরিবর্তনশীল চাহিদা মানিয়ে নেওয়া এবং গৃহিত পদক্ষেপ সংশোধন করার সক্ষমতা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কিশোরী মেয়েদের জন্য সকল কমিউনিটি ভিত্তিক লার্নিং সেন্টারে নারী ফেসিলেটেটর নিয়োগ, মায়ানমার পাঠ্যক্রম (MC)-ভিত্তিক অ্যাক্সিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ (ALP) এর উন্নয়ন এবং গ্রহণ, মিয়ানমার-অনুমোদিত উপকরণ থেকে প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও উন্নয়নের (ECCD) কার্যক্রম গ্রহণ।

০৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সীতাকুন্ড।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৯৮ থেকে বর্তমান (২০২৩) । **দাতা সংস্থাঃ** নিজস্ব অর্থায়ন।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ: সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীতে বসবাসরত শিশু।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. নতুন আবকাঠামো তৈরী ও অবকাঠামোর মান উন্নয়ন করা হয়েছে।

২. শ্রেণিকক্ষের সুচারু পাঠদানে নতুন বেঞ্চ যুক্ত করা হয়েছে।

৩. শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. শিক্ষার্থীর পাশের হার এবং পঞ্চম শ্রেণিতে জিপিএ ফাইভ এর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

এভারগ্রীণ ইন্টারন্যাশনালের শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা	**এভারগ্রীণ ইন্টারন্যাশনালের শিক্ষার্থীর জাতীয় শোক দিবসে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা।**

০৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/ শিরোনামঃ কাজী পাড়া শিশুনিকেতন, সীতাকুন্ড

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৮৯ থেকে বর্তমান (২০২২) **দাতা সংস্থাঃ** নিজস্ব অর্থায়ন

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. পঞ্চম শ্রেণিতে শতভাগ পাস নিশ্চিতকরণ

২. সুবিধাবঞ্চিত শিশূদের এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি

৩. সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলোতে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সুনাম অর্জন।

৪.সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি অর্জন।

স্কুলের শিশুদের অংশগ্রহণে দিবস উৎযাপন

বছরের প্রথম দিনে শিশুদের বই উৎসব

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সুশাসন নিশ্চিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ। ইপসা বিশ্বাস করে সাম্য, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার মানবাধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মানবাধিকার" রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ জন্য মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে ইপসা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ইপসা মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ জনগোষ্ঠি, নারী, যুব ও শিশুদের জন্য সাম্য, ন্যায় বিচার, অধিকার সংরক্ষণ, আইনের সমতা ও আইনের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে কাজ ইপসা ২০২২-২০২৩ প্রতিবেদন সময়কালে মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক সর্বমোট ১৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ২৮০৩৩৭ যেখানে শিশু ০.১% কিশোর কিশোরী ১১.১% যুবা ২৮.৬% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ৫৫.৭% প্রবীন জনগোষ্টি ০.৩% প্রতিবন্ধী ০.১% এবং নৃতাত্বিক জনগোষ্টি ৩,৭%। বর্তমানে ইপসা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে প্রতিবেদন সময়কালে পরিচালিত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে উল্লেখ করা হল।

ক্রম নং	মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক কর্মসূচী
০১	ইপসা গ্রীণ এন্ড সেইফার শিপ রিসাইক্লিং ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট।
০২	কৈশোর কর্মসূচি।
০৩	হারফাইন্যান্স।
০৪	প্রেভেনশন এন্ড রেসপন্স একটিভিটিস ইমপ্লিমেন্টশন অন কাউন্টার ট্রাফিকিং ইস্যু।
০৫	শিক্ষা দক্ষতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প।
০৬	বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ-৩ (২০২০-২০২৩) সিপি থীম
০৭	কম্বেটিং আর্লি ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট।
০৮	Youth from Host Communities & Rohingya Camps in Cox's Bazar as Agents of Change
০৯	Health, Protection and Cash Assistance for Refugees and Communities in Cox's Bazar
১০	কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট ইন কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম ইন কক্সবাজার।
১১	"ফাইট স্লেভারি এন্ড ট্রার্ফিকিং ইন পারসন (এফএসটিআইপি) প্রোগ্রাম"।
১২	প্রোমোটিং পিস অ্যান্ড জাস্টিস-কক্সবাজার।
১৩	Leadership for Advancing Development in Bangladesh (LEAD Bangladesh)
১৪	বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকট দ্বারা প্রভাবিত হোস্ট সম্প্রদায়ের জন্য টেকসই এবং ব্যাপক সুরক্ষা কর্মসূচি
১৫	ইউএসএআইডি'স ইয়ুথ এন্ট্রপ্রোনিয়রশীপ এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট সাপোর্ট (ইয়েস) একটিভিটি ফর কক্সবাজার
১৬	ইপসা – ইয়ুথ আর রেজিলিয়েন্ট, ইন্টার-কানেক্টেড, সোশ্যালি কোহেসিভ এন্ড এনগেইজড (ইয়ুথ রাইস একটিভিটি)
১৭	ইপসা- চ্যাম্পিয়ন অব চেইঞ্জ (সিওসি) প্রজেক্ট
১৮	YPSA-ECD Home Kit for a Playful Home in Cox's Bazar Project
১৯	রাইজ **(RISE)**

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ ইপসা গ্রিণ এন্ড সেইফার শিপ রিসাইক্লিং ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ জুন ২০২২ হতে ৩০ জুলাই ২০২৫ **দাতা সংস্থাঃ** কেসিএফ

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড উপজেলার আওতাভূক্ত পৌরসভা, মুরাদপুর, বাড়বকুন্ড, বাঁশবাড়িয়া, কুমিরা, সোনাইছড়ি, ভাটিয়ারী, সলিমপুর , বারৈয়াঢালা, সৈয়দপুর

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. জাহাজ পুণ:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ইয়ার্ডসমূহকে হংকং কনভেনশন সার্টিফাইড এবং গ্রিণ ইয়ার্ড করার জন্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

২. জাহাজ পুন: প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের শ্রমিকদের কাজের ধরণ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই শিল্পের কর্মপরিবেশে নিরাপত্তা জোরদার করা।

৩. জাহাজ পুন: প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে শ্রম বান্ধব পরিবেশ ও শিশু শ্রমিক হ্রাসকরণে মালিক, শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৪. শ্রম আইন এবং জাহাজভাঙ্গা শিল্প সংক্রান্ত বিধির বাস্তবায়নে মালিক, শ্রমিক ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ জাহাজভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিক ও শ্রমজীবি মানুষ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমুহঃ

১। নিরাপদ এসবেসটস অপসারণ বিষয়ক চারটি টিওটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ১০০জন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

২। প্রাথমিক চিকিৎসা ও করণীয় বিষয়ক চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ১০০জন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

৩। নিরাপদ শিপ কাটিং বিষয়ক চারটি টিওটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ১০০জন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

৪। শিপব্রেকিং ইয়ার্ড এ হংকং কনভেনশন অনুযায়ী এসআরএফপি বাস্তবায়নে ১০০জন সেইফটি অফিসারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। বিনামূল্যে ৪০০ জন শ্রমিককে চিকিৎসা সেবা ও ১০০জন শ্রমিককে আইনগত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

ফ্যাক্টরীতে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত এডভোকেসী সভায় ইপসার প্রতিনিধিত্ব

মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের শোভন কর্ম পরিবেশ ও মান-উন্নয়নে এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার নিশ্চিতে ইপসা দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছে। বর্তমান সরকার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সকল ইয়ার্ডকে গ্রিণ ইয়ার্ড এ রুপান্তরিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকার কিছুদিন পূর্বে এই লক্ষ্যে জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সংশ্লিষ্ট হংকং কনভেনশন সার্টিফাই করেছে। মালিক পক্ষ পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক সচেতন। মালিকপক্ষ এই শিল্পের উন্নয়নে সরকার ও ইপসাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের সাথে সমন্বয় করে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। শ্রমিকদের মজুরী, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, আহত হলে চিকিৎসাসহ শ্রমিকদের যেকোন পাওনা বিষয়ে মালিকপক্ষকে অবহিত করলে পাওনা পরিশোধে উনার পদক্ষেপ গ্রহন করেন, যা পূর্বে কখনো হয়নি। মালিকপক্ষের সাথে ইপসা নিরাপদ কাটিং, নিরাপদ এ্যাসবেসটস ব্যবস্থাপনা, অগ্নি নিরাপত্তা, প্রতিরোধ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি বহির্গমন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে এই ধরণের উদ্যোগ এটাই প্রথম। সরকার, মালিক ও শ্রমিকদেরকে ইপসার সহযোগিতা ও এডভোকেসির কার্যক্রমের ফলে ইয়ার্ডসমূহের কর্মপরিবেশ শোভন হচ্ছে। যার ফল স্বরুপ আগে একটি গ্রিণ ইয়ার্ড থাকলেও বর্তমানে চারটি ইয়ার্ড গ্রিণ ইয়ার্ড হিসেবে সনদ লাভ করেছে। এছাড়া ইপসা ও মালিকপক্ষের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে ইয়ার্ডগুলোতে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলস্বরুপ বিগত বছরে শ্রমিক মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে শিশুশ্রম নিরোসনের লক্ষ্য ইপসা সরকার ও মালিকপক্ষের সাথে এডভোকেসি করে। ইপসা ঝুঁকিপূর্ণ

জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ১৮০ জন শিশুশ্রমিককে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ইপসা, সরকার ও মালিক পক্ষের সহযোগিতায় জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে সরকার শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করেছে।

২.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ কৈশোর কর্মসূচি।

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৮ সাল হতে জুন ২০২৩ **দাতা সংস্থাঃ** নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ কিশোর কিশোরীদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে সমাজে মানুষের মর্যদা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের অধিকার ও বৈষম্য দূর হবে, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিংসহ সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের হার হ্রাস করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কিশোর-কিশোরী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমুহঃ

১. ১০ টি ইউনিয়নে ১৪০ টি ক্লাব গঠন করা হয়েছে।
২. কিশোর-কিশোরীরা নিজ উদ্যোগে জাতীয় দিবসসমূহ পালন এবং ব্ল্যাড গ্রুপ পরীক্ষা কর্মসূচি পালন করেন।
৩. ক্লাব ভিত্তিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রণোদনামূলক কর্মসূচি পালন করেন।
৪. ৬৪ জন কিশোরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
৫. ৩০০ জন জীবন দক্ষতা, নেতৃত্ব বিকাশমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে।
৬. ১৫০০ জন কিশোর কিশোরী স্বেচ্ছামূলক নানা কর্মসূচির জন্য প্রশংশিত হয়েছে। তন্মধ্যে শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচিতে সহায়তাকরণ উল্লেখ্যযোগ্য।

কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে দিবস উদযাপনে সচেতনতামূলক র‍্যালি	**ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা**

মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

- কিশোর-কিশোরীরা বিষয় ভিত্তিক সচেতনতামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখে।
- কিশোরীদের নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের পর কিশোরীদের অত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে

৩.কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ হারফাইন্যান্স।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১লা এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৩১শে মার্চ ২০২৩।

দাতা সংস্থাঃ BSR (Business for Social Responsibility)

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সাভার, ঢাকা; শ্রীপুর, সদর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর; জমিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ডিজিটাল ব্যাংকিং (মোবাইল মানি এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা) সেবার মাধ্যমে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে বেতন প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক জ্ঞান সম্পর্কে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি।

ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বিশেষ করে এর দ্বারা নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি করা এবং আর্থিক বিষয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী এবং পুরুষের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রমিকদের সচেতন করা।

ডিজিটাল ভাবে বেতন প্রদানের মাধ্যমে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সেবা ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে এই সেবা ব্যবহারে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা (বিশেষ করে ফ্রড কলের বিষয়) বিষয়ে সচেতন করা।

আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গার্মেন্টস সেক্টরে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে; এবং সরকারের ঘোষিত ভিশন ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গার্মেন্টস কর্মীরাও অংশীদার হয়েছে।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১। প্রায় ২৫০০০ গার্মেন্টস শ্রমিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে বেতন-ভাতা পাওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এসেছে।

২। টাউন হল মিটিং এর মাধ্যমে ২৫০০০ শ্রমিক মোবাইল মানি সেবা ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য, নির্দেশনা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

৩। ৭৭৫ পিয়ার এডুকেটরদের মোবাইল মানি, মোবাইল মানির বিভিন্ন সেবা, আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেটিং, সঞ্চয় এবং পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে আলোচনা বিষয়ক ৬ টি মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী পিয়ার এডুকেটররা এই সকল তথ্য বা শিক্ষণীয় বিষয় অন্য শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করেছেন।

৪। ডিজিটাল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বেতন গ্রহণে স্বল্প আয়ের শ্রমিক এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা (১৩২২৫) আত্মবিশ্বাসী এবং ক্ষমতায়িত হয়েছেন। নারী শ্রমিকদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে আলোচনার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

৫। মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে বেতন গ্রহন করে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন হয়ে শ্রমিকদের মাঝে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। অনেকেই নতুন করে সঞ্চয় শুরু করেছেন এবং যারা আগে থেকে সঞ্চয়ে অভ্যস্ত ছিলেন তারা সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছেন।

পিয়ার এডুকেটরদের ট্রেনিং	**টাউন হল মিটিং এর মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে প্রকল্পে পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর নারী অধিকার সচেতনতায় অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই, নারীর নিজের উপার্জিত অর্থের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী পুরুষের

সমানাধিকারের বিষয়ে জোর দেওয়া এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে দাতা সংস্থা এবং ইপসা উভয়েই কাজ করে যাচ্ছে এবং বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমাদের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী নারী কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যেমন তাদের আচরণ, সেলফ-টিম, যোগাযোগ, সঞ্চয় প্রকৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ভালো লক্ষণ।

- স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের আর্থিক বিষয়ে ট্রেইনিং প্রদান এবং ডিজিটাল মাধ্যমে (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায়) বেতন প্রদানের ফলে তাদের নিরাপদ ভাবে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠেছে এবং তারা নিরাপদে সঞ্চয় করতে পারছে। টাকার হিসাব রাখা এবং ব্যয় সংকোচন নীতিসমূহ তারা আয়ত্ব করতে পেরেছে এবং নারী শ্রমিকদের বেতনের উপর নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে।

৪. কর্মসূচী / প্রকল্পের নামঃ প্রেভেনশন এন্ড রেসপন্স একটিভিটিস ইমপ্লিমেন্টশন অন কাউন্টার ট্রাফিকিং ইস্যু।

প্রকল্পের সময়কালঃ মে, ২০২২ থেকে জানুয়ারী, ২০২৩। **দাতা সংস্থাঃ** আই ও এম।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া,কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ লক্ষিত জনগোষ্টি রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগণকে মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতন করা । মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে তাদের সেবা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা শরনার্থী ও স্থানীয় জনগণ ।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. এই প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ৪৪১ জন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২. ৭৪,৯৯৪ জন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্টীর ও স্থানীয় জনগোষ্টীর মধ্যে মানব পাচার প্রতিরোধ সর্ম্পকে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সচেতনতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা (উঠান বৈঠক, কমিক সেশন, রেডিও সেশন, পথ নাটক, স্কুল ভিত্তিক মা সমাবেশ ইত্যাদি)

৩. উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক মাসে উখিয়া উপজেলার ৬টি মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির (উপজেলা এবং ৫ টি ইউনিয়ন) সভা আয়োজন করা হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা প্রণীত ‘মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২’ এর উপর শিক্ষক, সাংবাদিক, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীদের সাথে ২ টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৪. উক্ত প্রকল্পের আওতায় উখিয়া উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করা হয়|

৫. ছাত্রছাত্রীদের মানব পাচার প্রতিরোধ সর্ম্পকে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল ভিত্তিক বির্তক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়

বিশ্ব মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস উদযাপন	**মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- সরকারী, বেসরকারী, এনজিও ও স্থানীয় জনগণের সাথে সমন্বয় করে এবং বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানব পাচার প্রতিরোধ সর্ম্পকিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে সহজে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায়।

- সুষ্ঠ ও যথাযথভাবে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সু-সর্ম্পক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ শিক্ষা দক্ষতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল ২০২১ থেকে জানুয়ারী ২০২৩। **দাতা সংস্থাঃ** ইউএনডিপি

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সদর,মহালছড়ি,দীঘিনালা,পানছড়ি,রামগড়,মানকিছড়ি,লক্ষছিড়ি,মাটরাঙ্গা,গুইমারা, খাগড়াছড়ি।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ শিক্ষার গুণগতমান উন্নত করা এবং তাদের সামাজিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক সুযোগ গুলিতে অবদান রাখা ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় উন্নত ও ন্যায় সঙ্গত বোধগম্যতা, বিশেষত জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী মেয়েসহ কিশোর-কিশোরীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা।

মেয়েশিশু, কিশোরী এবং নারীদের জন্য স্কুলে জেন্ডার বান্ধব শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পরিবেশ তৈরী।

কিশোর - কিশোরী ও নারীদের বিশেষত জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ বাঙালী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতায় কমিউনিটি আউরিচ সেশন-২০৮টি

২. দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১১টি

৩. উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সাথে ত্রৈমাসিক সভা-২৬টি

৪. জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীদের ১০০০০ টাকা করে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান-জিবিভি ভিক্টম সাপোর্ট-২৬ জন

৫. স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া মেয়ে শিক্ষার্থীকে পূনরায় স্কুলে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ তৈরী করতে ৫০০০ টাকা করে সহায়তা করা।— ১৫ জন

দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি

কনফারেন্স অব ইয়থ নেটওয়ার্ক রিপ্রেজেন্টেটিভ, খাগড়াছড়ি

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- জেলা প্রসাশন এবং পার্বত্য জেলা পরিষদকে সমন্বয় করে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভায় সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- জেলার দুরূত্ব অনুযায়ী ফিল্ড পর্যায়ে কর্মী কম হওয়ায় তড়িৎ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না ফলে রিপোর্ট এবং ডকোমেন্টস প্রদানে সমস্যার সম্মূখিন হয়।

০৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ-৩ (২০২০-২০২৩) সিপি থীম (BGD AHP Rohingya Response Phase-৩ (CP Theme)

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী, ২০২১- জুলাই, ২০২৩ **দাতা সংস্থাঃ** সেভ দ্য সিলড্রেন।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া ,টেকনাফ,কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

শিশু সুরক্ষা প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কেইস ম্যানেজমেন্ট এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তিকরন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

শিশুদের অভিভাবক সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন এর মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. প্রকল্পটি এই সময়ের মধ্যে ৪৬৪টি অভিভাবক/পরিচর্যাকারী সচেতনতা সেশন, ৭৩২টি শিশু সচেতনতা সেশন, ৪৪টি CBCPC সভা, ১৬ টি লার্নিং শেয়ারিং ওয়ার্কশপ এবং ১২৮টি শিশুর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।

২. প্রকল্পটি হোস্ট কমিউনিটিতে ৬১৭ জন লোককে (১৫০+৪৬৭) প্রয়োজন ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা প্রদান করেছে যেখানে ২১১ জন প্রতিবন্ধী শিশু (G:৯৮ এবং B:১১৩) সহ ৪৩৪ জন শিশু (G:২০২ এবং B:২৩২) রয়েছে এবং ১৬১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ ১৬১ জন প্রাপ্তবয়স্ক (F: ৭০ এবং M: ৯১) । পাশাপাশি প্রকল্পটি ক্যাম্পে ২৬২ শিশুকে জরুরি প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা প্রদান করেছে।

৩. প্রকল্পটি ক্যাম্পের বিভিন্ন পয়েন্টে (ক্যাম্প-১ই, ১০, ১৩,১৭, ১৮,১৯,২০) এবং হোস্ট কমিউনিটি (জুম্মাপাড়া, কালাচান খোলা, সোনারপাড়া এবং রাজাপালং) ১৫ টি বিলবোর্ড স্থাপন করেছে।এই বিলবোর্ডগুলি শিশু সুরক্ষা, প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সড়ক নিরাপত্তা বার্তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল।

৪. প্রকল্পটি ক্যাম্পে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা এবং সিআইসি অফিসের সহযোগিতার মাধ্যমে ৪টি বাল্যবিবাহ, ৩টি শিশু শ্রম বন্ধ করতে এবং ৩টি শিশুকে তাদের পরিবারের সাথে পুনর্মিলন করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. প্রকল্পের রেফারেল মেকানিজমের মাধ্যমে ৩ জন প্রতিবন্ধী শিশু এবং ৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সিডিডি, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল এবং সিআইসি অফিস থেকে সহায়ক ডিভাইস পেয়েছে। (যেমন: হুইল চেয়ার, স্ক্র্যাচ এবং স্পেকটেকল এবং সিভিয়ার পাওয়ার হিয়ারিং এইড) ।

ক্যাম্প-১৩ তে প্রধান নির্বাহী-ইপসা কর্তৃক শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সেশন পরিদর্শন।	ক্যাম্প-১৩-তে হ্যান্ড ট্যাগের মাধ্যমে শিশুরা শারীরিক শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে লক্ষিত সকল জনগোষ্টির (সরকারী, বেসরকারী এনজিও ও স্থানীয় জনগণ) সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং চাহিদা সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে একটি সময়োপযোগী পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

০৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ কম্বেটিং আর্লি ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০২১- জুন ২০২৩ । **দাতা সংস্থাঃ** প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম,কক্সবাজার,ফেনী,নোয়াখালী,লক্ষ্মীপুর,কুমিল্লা,ব্রাক্ষ্মণবাড়ীয়া,চাঁদপুর।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা,বিশেষভাবে চট্টগ্রাম বিভাগে কিশোরীদেরকে বাল্য বিবাহের ঝুঁকিমুক্ত করা ।

শিশু অধিকার রক্ষা এবং জোর পূর্বক শিশুবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয় ,জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের সাড়া প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: জেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য ও কিশোর কিশোরী

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলায় ১৬টি স্কুলে বাল্যবিবাহ নিরোধ ক্যাম্পেইন করা হয়েছে

২. চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটির (CMPC) কার্যক্রম নিয়মিতকরন করা হয়েছে

৩. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এবং সংশোধিত বিধিমালা ২০১৮ সম্পর্কে ৮টি জেলার ২০০ জন গনমাধ্যম প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

৪. জেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির নিয়মিত কার্যক্রমে শিশু প্রতিনিধিদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে

৫. চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলায় ইপসা জেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যপদ অর্জন করেছে

১৬ days activism program এ চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়	**শিশু বিবাহ নিরোধ ক্যাম্পেইন তথ্য বোর্ড উন্মোচন করছেন ফেনী জেলা প্রশাসক মহোদয়**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রশাসনের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখলে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।
- CEMB প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিকল্প কৌশল অবলম্বন করা একটি কার্যকর পদ্ধতি।
- যথাযথ এডভোকেসীর মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ অর্জন সহজ হয়

০৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Youth from Host Communities & Rohingya Camps in Cox's Bazar as Agents of Change

প্রকল্পের সময়কালঃ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২৫। **দাতা সংস্থাঃ** বিএমজেড (জার্মান)।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ টেকনাফ, কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ কিশোরী এবং যুবক, বিশেষ করে মেয়ে এবং নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুযোগের মাধ্যমে একটি সুরক্ষামূলক পরিবেশে পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

যুবক এবং তরুণ প্রাপ্ত বয়স্ক লিঙ্গ সমতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান এবং মনোভাব প্রদর্শন করে।

হোস্ট সম্প্রদায়ের যুবক এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের উপযুক্ত বাজার-নির্দিষ্ট আয়ের উৎস এবং বাজারে প্রবেশ করার দক্ষতা এবং সুযোগ রয়েছে

হোস্ট সম্প্রদায়ের যুবক এবং কিশোরীদের (বিশেষ করে মেয়ে এবং যুবতী) জন্য সম্প্রদায়-ভিত্তিক শিশু-সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

বিদ্যমান পরিষেবাগুলিতে প্রবেশে সক্ষমতা অর্জনের জন্য কিশোর -কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ হোস্ট কমিউনিটি ২২৫০ জন (১৪২৫ জন নারী ও ৮২৫ জন পুরুষ) এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৫০০ জন (২৫০ জন নারী ও ২৫০ জন পুরুষ)। মোট ২৭৫০ জন (১৬৭৫ জন নারী ও ১০৭৫ জন পুরুষ)।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. ৪৪০ জন SOYEE সুবিধাভোগী মূলধন সহায়তা পেয়েছেন (জুলাই ২০২২।-জুন ২০২৩) তাদের মূলধন দ্বিগুণ এবং তাদের পারিবারিক আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই প্রকল্পের সময়কালে প্রকল্পটি মোট ৯২০ SOYEE সুবিধাভোগীকে মূলধন সহায়তা প্রদান করে।

২. ২১৭ সুবিধাভোগী (পুরুষ-৫৫ এবং মহিলা ১৬২) "কাজের প্রস্তুতির দক্ষতা" বিষয়ে TVET এবং Mentor-Mentee প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছিলেন।

৩. IGA (ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটিজ) তে নারীদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং পরিবারে এবং সম্প্রদায়ে ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে

৪. প্রকল্পের ১২৫০ জন শিক্ষার্থীর গণনামূলক জ্ঞান রয়েছে,তারা সহজে গণিত গণনা করতে পারে, বাক্য তৈরি করতে পারে এবং যেকোনো সাইনবোর্ড এবং ঠিকানা লিখতে, পড়তে পারে

৫. অংশগ্রহণকারী যৌন সহিংসতা, পাচার, মাদকের অপব্যবহার এবং এর পরিণতি এবং বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক এবং এটি সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন। এতে করে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে।

খোরশেদ আলম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, টেকনাফ প্রকল্পের সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন।	**কমিউনিটিতে উন্নয়ন নাট্য প্রদর্শনী**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রকল্পের যথাযথ ফলোআপ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের (বিশেষ করে SOYEE সুবিধাভোগীদের) উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
- সঠিক সচেতনতা সম্পর্কিত বার্তা (সেশনের মাধ্যমে) একজন উপকারভোগীর মনমানসিকতা পরিবর্তনে সহায়ক।
- স্কুল থেকে ঝরে পড়া ছেলে-মেয়েদের (বয়স ১৫ থেকে ২৪) যথাযথ সহায়তা তাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা কেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করতে পারে

০৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Health, Protection and Cash Assistance for Refugees and Communities in Cox's Bazar

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০২১-জুন ২০২২। **দাতা সংস্থাঃ** জিএফএফও।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চকরিয়া,উখিয়া,টেকনাফ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সকল ব্যক্তির জন্য GBV এর ঝুঁকি হ্রাস করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মান সম্মত মাল্টি-সেক্টর জিবিভি পরিষেবাগুলোতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান উন্নত করা এবং জিবিভি পরিসেবাগুলোতে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করা।

তাদের চাহিদা মেটাতে পারে এমন মানসম্পন্ন পরিষেবাগুলিতে পর্যাপ্ত এবং সকলের প্রয়োজন অনুসারে অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

০১। গার্লস সাইন: ৬০০।
০২। ইম্যাপ: ৫০০।
৩০। সাসা টুগেদার: ১৬১৯২।
০৪। আউটরীচ: ১০৪২৫।
০৫। কেইস ম্যানেজম্যান্ট: ১০২%।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে চকরিয়ায় স্কুল পর্যায়ে কর্মসূচি পালন	**চকরিয়া উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প সমাপনী সভার একাংশ**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সকলের সাথে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে প্রকল্পের সকল কাজ সহজে বাস্তবায়ন করতে পারছি।

কমিউনিটিতে জিবিভির ঝুঁকি কমিয়ে আনতে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন কর্মকৌশল ফলাফল আনয়নে সহজতম হয়

সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক উন্নয়ন করা।

১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট ইন কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম ইন কক্সবাজার।

প্রকল্পের সময়কালঃ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩।

দাতা সংস্থাঃ গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট এনড রেজিলিয়েন্স ফানড (জিসিইআরএফ)।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম,কক্সবাজার সদর, রামু,চকরিয়া,মহেশখালী, কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

যুব জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা উগ্রবাদী ও সহিংস কর্মকান্ড থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্ধুদ্ধকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ও ধর্মীয় নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে তাদের অর্থবহ সম্প্রক্ততা নিশ্চিতকরণ।

যুব সমাজ, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মাধ্যে কোভিড-১৯, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, উগ্রবাদ ও সহিংসতা সম্পর্কে সচতেনতামূলক জ্ঞান বাড়ানো।

যুব ফোরাম/ক্লাবগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিক কাঠামোতে পরিনত করা এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং জেলা/উপজেলা শিক্ষা বিভাগকে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পর্যায়ের ধর্মীয় নেতাদের উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে প্রকল্পের কার্যক্রম সমূহ স্থায়ীত্ব করার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ (নির্বাচিত প্রতিনিধি, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা সমূহকে কার্যকর করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: যুব জনগোষ্ঠী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. কক্সবাজার জেলায় এবং চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার ১৪০৪ জন যুব জনগোষ্ঠী প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং তারা টেকসইভাবে নিজেদের এলাকায় উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে কাজ করার জন্য নিজেদের একটি কাঠামো ভিত্তিক সংগঠন তৈরি করার জন্য সংগঠন ব্যবস্থাপনা, সংগঠন নিবন্ধন এবং সম্পদ আহরণ বিষয়ের উপর তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন

২. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করার জন্য জেলা এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে এডভোকেসী সভা ও একক সভা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে নিয়মিত পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি উগ্রবাদ ও সহিংসতা বিষয়টি আলোচনার জন্য কক্সবাজার জেলা এবং কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী এবং চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন।

৩. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেকসইভাবে একীভূত করার জন্য ৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৫১০ জন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি সদস্যদের নিয়ে সভা করা হয়েছে এবং তারা শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকদের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন।

৪. উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করার জন্য জেলা এবং উপজেলা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জেলা ভিত্তিক কর্মকর্তাদের সাথে এডভোকেসী সভা ও একক সভা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ধর্মীয় আলোচনায় উগ্রবাদ ও সহিংসতা বিষয়টি আলোচনার জন্য কক্সবাজার জেলা এবং চট্টগ্রাম জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা অফিস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন যাতে খুতবা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মের আলোকে উগ্রবদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি টেকসইভাবে একীভূত করার জন্য ৫৯ টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মোট ৬৪১ জন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি সদস্যদের নিয়ে সভা করা হয়েছে

৫. স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিনিধিবৃন্দদের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে টেকসইভাবে তাদের অর্থবহ সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি সভা করা হয়েছে যেখানে স্থানীয় সরকার এর উপ পরিচালক এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। পাশপাশি এলাকায় জনগনের সাথে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদ সদস্যদের জন্য স্থানীয় সরকার এর উপ পরিচালক মহোদয় থেকে একটি নির্দেশনা মূলক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। একই সাথে ১৪ সভার মাধ্যমে মোট ১৯৯ জন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর এডভোকেসী সভা করা হয়েছে।

উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ের উপর ধর্মীয় নেতাদের সাথে প্রশিক্ষণে ধর্মীয় নেতাগণ গ্রুপ কাজসমূহ উপস্থাপন করছেন।

ক্লাব পরিচালনা, নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং সম্পদ আহরণ বিষয়ক ৫ দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সমাজে টেকসইভাবে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যুব জনগোষ্ঠীদের কাঠামো ভিত্তিক সয়ংসম্পূর্ণ করা প্রয়োজন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে তারা তাদের সমাজে বা সম্প্রদায়ে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এরই ভিত্তিতে সংগঠন ব্যবস্থাপনা, সংগঠন নিবন্ধন এবং সম্পদ আহরণ বিষয়ের উপর তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণটি ফলপ্রসু হয়েছে এবং তাদের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ পদক্ষেপটি যথাপোযুক্ত হয়েছে।

- উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে একীভূত করার জন্য জেলা পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়টি টেকসই হওয়ার দাবি রাখে।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে জনগণের মধ্যে সতর্কতা সৃষ্টি করার জন্য ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের গুরুত্ব অনেক। ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ততার পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সম্পৃক্ততা একই সাথে স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা স্থানীয় পর্যায়ে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে।

১১. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ফাইট স্লেভারি এন্ড ট্রার্ফিকিং ইন পারসন (এফএসটিআইপি) প্রোগ্রাম।

প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল, ২০২২ ইং থেকে মার্চ, ২০২৬। **দাতা সংস্থাঃ** উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ, কক্সবাজার। আনোয়ারা, বাঁশখালী ও ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। চান্দিনা, দাউদকান্দি ও চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

মানব পাচার এবং বাল্যবিবাহ থেকে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিগণ সরকারী এবং বেসরকারী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নতমানের যত্ন ও পরিষেবাগুলো পাবে।

সরকারী ও বেসরকারী শেল্টার হোম দ্বারা জাতীয় ন্যূনতম মানব যত্ন নীতি এবং এসওপিগুলোর কার্যকরী বাস্তবায়ন করা।

অভ্যন্তরীণ ও ক্রসবর্ডার এর শিকার মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ থেকে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং রেফারেল প্রক্রিয়া উন্নত করা।

সারভাইভারগণ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হবে এবং সারভাইভার ভয়েজ অনির্বাণকে শক্তিশালী করা।

মানব পাচার এবং বাল্যবিবাহের শিকার এবং মানব পাচার ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিগণকে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং বিকল্প জীবন জীবিকার সুযোগগুলোর সাথে যুক্ত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ মানব পাচার ও বাল্যবিবাহের শিকার সারভাইভার ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এমন **ব্যক্তি।**

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১.মানব পাচারের শিকার ২৯জন (পুরুষ: ১৮, নারী: ১১) সারভাইভারকে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান।

২.৪১জন (পুরুষ: ৩২, নারী: ৯) সেবাপ্রদানকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে ডিসট্রিক ডিরেক্টরি রিভিউ ওয়ার্কশপ করা হয়।

৩.মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার সারভাইভার সহ কক্সবাজারে ইপসার সকল প্রকল্পের বেনিফিসিয়ারিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কক্সবাজারে অবস্থিত ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতাল এবং সূর্যের হাসি নেটওয়ার্ক এর সাথে সমঝতা চুক্তি সম্পন্ন। উপস্থিতির সংখ্যা: ফুয়াদ আল খতিব হাসপাতাল (পুরুষ: ৯, নারী: ১), সূর্যের হাসি নেটওয়াক (পুরুষ: ৪, নারী: ২)

৪.মানব পাচার এবং বাল্য বিবাহের শিকার সারভাইভারদের সমর্থন করার জন্য একটি কার্যক্রর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে বেসরকারী খাতের সংস্থাগুলোর সাথে বৈঠক

৫.মানব পাচার ও বাল্য বিবাহের শিকার সারভাইভার চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে অনির্বাণ, পিয়ার লিডার, মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটি, বাল্য বিবাহ পতিরোধ কমিটি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কশপ

কক্সবাজার জেলা ডিরেকটরী রিভিউ কর্মশালা

ভিক্টিম সনাক্তকরণ কর্মশালা অধিবেশনের একাংশ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- পরিকল্পিত কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি এবং সঠিক গাইড লাইন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক।
- কমিউনিটি এনগেজম্যান্ট এর মাধ্যমে সারভাইভার সহায়তা নিশ্চিত করা সহজ হয়।
- মানব পাচারের শিকার সারভাইভারদের পাচারের ঘটনার ভিন্নতা কার্যক্রম পরিচালনায় অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করছে এবং পাচারের রুটগুলো সম্পর্কে জানতে পারছি।

১২. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ প্রোমোটিং পিস অ্যান্ড জাস্টিস-কক্সবাজার ।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই, ২০১৯- এপ্রিল, ২০২৩। **দাতা সংস্থাঃ** ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সদর,রামু,উখিয়া,টেকনাফ,কুতুবদিয়া ,চকরিয়া ,পেকুয়া ,মহেশখালী, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই হল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী ও দ্রুত বিচার প্রাপ্তির জন্য বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তঃ কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি করা; প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি ও বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহীতার সর্ম্পকউন্নয়ন করে দ্রুত ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;

প্রকল্পের প্রধান প্রধার অর্জনসমূহঃ

১। ৫টি ইউনিয়নে আইন সহায়তা প্রদান সেবা কর্নার স্থাপন।

২। ১০ টি ইউনিয়নে তথ্য বোর্ড স্থাপন।

৩। জেলা আইন সহায়তা অফিসারের মাধ্যমে গত ১ বছরে ১৫০ টির বেশি অভিযোগ সমাধান করা হয়।

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন

সহিংসতার শিকার জনগোষ্ঠী এবং সামাজিক সমস্যার বিষয়ে উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সাথে সংবেদনশীলতামূলক সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

• সক্রিয়তা এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে আরও ভাল সমন্বয় করার মাধ্যমে জটিল পরিস্থিতিতে ইউনিয়ন মিটিংগুলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

• সরকারি অফিসারদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন।

১৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: Leadership for Advancing Development in Bangladesh (LEAD Bangladesh)

প্রকল্পের সময়কাল : ১ এপ্রিল ২০২১ – ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ **দাতা সংস্থা:** British Council Bangladesh

প্রকল্পের কর্মএলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও সীতাকুন্ড উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল তরুনদের স্থানীয় এবং বৈশ্বিক চ্যালেন্জগুলি মোকাবিলা করার জন্য উদ্ভাবনী ও টেকসই সমাধান চিহ্নিত করার জন্য ক্ষমতায়িত এবং দক্ষ করা। ফলে তারা সেই চ্যালেন্জগুলি সমাধান করার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় স্টোকহোল্ডারদের সাথে জড়িত থাকার আস্থা ও জানার অধিকারী হবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

বাংলাদেশ জুড়ে সম্প্রদায়ের তরুণরা (বয়স: ১৮ - ২৫), এবং প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের নেতারা। প্রাথমিক হস্তক্ষেপ হল চট্টগ্রাম শহর এবং সীতাকুন্ড জুড়ে ৫০০ জন তরুণ-তরুণীর নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি কর্মসূচি, মূল চ্যালেঞ্জগুলি চিহ্নিত করার মাধ্যমে এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী প্রবাসী সম্প্রদায়ের নেতাদের সাথে সহযোগিতা করার মাধ্যমে। SDG ১৩ এর সাথে যুক্ত বাংলাদেশের উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সামাজিক কর্ম প্রকল্পের (SAPs) মাধ্যমে তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের একত্রিত করা।

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন:

১. ৪৯২ জন তরুণ (পুরুষ-২৮৬, মহিলা-২০৬) LEAD Bangladesh Youth Leadership Training এবং ৪০টি সামাজিক কর্ম প্রকল্পের নেতারা জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা বা SDG-১৩ নিয়ে চট্টগ্রাম শহর ও সীতাকুন্ড উপজেলায় কাজ করছেন।

২. আটজন যুবক (পুরুষ-৪, মহিলা-৪) খুলনা ও সিলেটে CSV (কমিউনিটি স্টাডি ভিজিট) করার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের শিক্ষা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

৩. তরুণরা তাদের নিজস্ব দলীয় প্রচেষ্টায় স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় সরকারের সাথে সফল ওকালতি করছে।

৪. চার যুবক যুক্তরাজ্যে জয়েন্ট ভিশনিং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

৫. জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সচেতনতার মাধ্যমে সম্প্রদায়ের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং এখন মানুষ প্লাস্টিক ব্যবহার হ্রাস, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ু দূষণ হ্রাস, আরও গাছ লাগানো ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন

কমিউনিটি পর্যায়ে ফলোআপ মিটিং এর একাংশ

আন্তর্জাতিক যুবদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ইপসা নির্বাহী পরিচালক মোঃ আরিফুর রহমান

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- COVID-১৯ প্রোটোকল বজায় রাখা
- অফলাইন এবং অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। COVID-১৯ মহামারী পরিস্থিতি নিয়মিত কার্যকলাপকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং, গুগল মিট, জুম ইত্যাদি প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করে কিছু যুব নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছিল।
- যে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই, স্বল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সমস্যাটি প্রশমিত করা হয়েছে, একটি বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি করেছি এবং পুরো কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প কর্মীদের আরও কাজ ভাগ করে দিয়েছি।
- তরুণদের উৎসাহ, সৃজনশীলতা এবং সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং ইয়ুথ প্রোগ্রামের মতো লিড বাংলাদেশ তরুণদের এই সুযোগ দিয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করার এবং সম্প্রদায়ের কাজে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করার।

১৪. কর্মসূচী / প্রকল্পের নাম / শিরোনাম: বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকট দ্বারা প্রভাবিত হোস্ট সম্প্রদায়ের জন্য টেকসই এবং ব্যাপক সুরক্ষা কর্মসূচি

প্রকল্পের সময়কাল: আগষ্ট ২০২২-জুলাই ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** বি এইচ এ (ব্যুারো অব হিউম্যানেটেরিয়ান এ্যাসিসটেন্স)

প্রকল্পের কর্ম এলাকা : রামুর ১১ টি এবং চকরিয়ার ৩ টি ইউনিয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্য: বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সঙ্কট দ্বারা প্রভাবিত হোস্ট সম্প্রদায়ের বিশেষ করে দুর্যোগ-প্রবণ এলাকার ঝুকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের সদস্যরা সহিংসতা থেকে ব্যাপক সুরক্ষা পরিষেবা পাবেন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল রোহিঙ্গা সংকট দ্বারা প্রভাবিত হোস্ট সম্প্রদায়গুলিতে GBV সহ সুরক্ষা উদ্বেগগুলির সুরক্ষা এবং প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী / লক্ষিত জনগোষ্ঠী: প্রান্তিক পর্যায়ে বসবাসরত কিশোর-কিশোরী ও নারী পুরুষ।

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন (সংখ্যাসহ) :

১। গালর্স সাইন এর মাধ্যমে ৬০০ কিশোরী ও ৬০০ অভিভাবককে সচেতন করা

২। ইম্যাপ এর মাধ্যমে ২০০ নারী পুরুষকে সচেতন করা

৩। ৫৩০০ নারী পুরুষ কে আইনি বিষয়ে সচেতন করা, আইনি সহায়তা প্রদান ও বিরোধ নিস্পত্তি করা

৪। ৬০০ কিশোর ও ৬০০ অভিবাবক কে সচেতন করা

৫। দুর্যোগের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৪ টি মহড়া প্রদর্শন

৬। কেইস ম্যানেজমেন্ট : ৮৫%

৭। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা

গালর্স সাইন সম্পন্নকারীদের সার্টিফিকেট বিতরণ	**কমিউনিটি পর্যায়ে দুর্যোগ মহড়া**

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- কমিউনিটিতে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা নিরসন এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা তৈরীতে ভূমিকা রাখা।
- কিশোর কিশোরীদের মধ্যে জিভিবি বিষয়ক, স্বাস্থ্য সুরক্ষিত বিষয়ক সচেতনতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদক্ষেপ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।
- সরকারী ও সেবরকারী পর্যায়ের সকলের সাথে ভালো যোগাযোগ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে প্রকল্পের সকল কাজ সহজে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি।

১৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইউএসএআইডি'স ইয়ুথ এন্ট্রপ্রোনিয়রশীপ এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট সাপোর্ট (ইয়েস) একটিভিটি ফর কক্সবাজার

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ৬, ২০২০ হতে জানুযারী ৫, ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** ইউএসএআইডি

প্রকল্পের কর্মএলাকা: কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, রামু ও উখিয়া উপজেলার সর্বমোট ২৯ টি ইউনিয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্য:

ইয়েস কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে-কক্সবাজার জেলায় মায়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বাংলাদেশে আসার ফলে কক্সবাজার জেলার স্থানীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে যে সহিংসতার ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তার ঝুঁকি হ্রাস করা এবং সামাজিক সংহতির পরিবেশ সৃষ্টি করা। এছাড়াও কক্সবাজার জেলার রামু, উখিয়া, টেকনাফ এবং কক্সবাজার সদর উপজেলার ১৪-৩৫ বছরের স্থানীয় নারী ও পুরুষ যুবদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলে সামাজিক সংহতি সুরক্ষা করাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

ইয়েস কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১.জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব, জেন্ডার সমতা, কোভিড-১৯, ডিএনএইচ, সমবায় সমিতির মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ডিএনএইচ, রিসোর্স সেন্টার কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সংহতির পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: প্রান্তিক জনগোষ্ঠিতে (হোষ্ট কমিউনিটি) বসবাসরত যুবা নারী পুরুষ।

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১) কক্সবাজারের ৪টি উপজেলা (রামু, কক্সবাজার সদর, উখিয়া ও টেকনাফ) এর হোস্ট কমিউনিটির ১১,৪৩২ জন যুব জনগোষ্ঠীকে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের চাকুরির জন্য চাকুরি দাতা প্রতিস্থানের সাথে সংযোগ স্থাপন।

৩) যুব উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি।

৪) সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পের যুবদের সুযোগ প্রদান।

৫) টেকসই উন্নয়নের জন্য স্থানীয় যুবদের নেতৃত্বে রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা।

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রশিক্ষণ	**গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

১) ই-লার্নিং।

২) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ডিজিটাল সলিউশন।

৩) সামাজিক সংহতি সুরক্ষায় ডু নো হার্ম প্রশিক্ষণ।

১৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা - ইয়ুথ আর রেজিলিয়েন্ট, ইন্টার-কানেক্টেড, সোশ্যালি কোহেসিভ এন্ড এনগেইজড (ইয়ুথ রাইস একটিভিটি)

প্রকল্পের সময়কাল: ০১ জানুয়ারী ২০২৩ ইং থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৫ ইং (২৭ মাস) **দাতা সংস্থা**: বিবিসি মিডিয়ায় এ্যাকশন

প্রকল্পের কর্মএলাকা : কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার (মোট ৩টা ইউনিয়ন) এবং টেকনাফ উপজেলার (মোট ৫টা ইউনিয়ন)

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্য- কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত হোস্ট সম্প্রদায় কম সংঘাত এবং সহিংসতা থেকে জেলাকে উপকৃত করা (GBV সহ)।
উদ্দেশ্য- স্থানীয় বা হোস্ট কমিউনিটির যুবকরা সংঘাতের প্রভাবগুলির প্রতি আরও বেশি সহনশীল বা স্থিতিস্থাপক হবেন, আরও ঘন ঘন তাদের কমিউনিটির স্থানীয় দ্বন্দ্বগুলি শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায়ে সমাধান করে এবং তাদের সহিংসতায় জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: কর্মএলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠিতে বসবাসরত যুব নারী-পুরুষ এবং প্রবীন এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠি

প্রকল্পের প্রধান অর্জন

১. এই প্রকল্পের কর্মকান্ড সঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়, যেমন – সুবিধাভোগী বিবেচনা করার জন্য জরিপ পদ্ধতি, সুবিধাভোগীদের মতামত নেয়ার জন্য চেকলিষ্ট, কর্মকান্ড ভিত্তিক টার্মস অফ রেফারেন্স এবং ফিল্ড ফ্যাসিলিটেশন করার পদ্ধতিসহ অন্যান্ন ডকুমেন্ট'স।

২. সত্য তথ্য প্রবাহ চলমান রাখা, যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে যুব জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ন, সহনশীল ও সহাবস্থান বজায় রাখারসহ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি ডিটেইল মাঠ জরিপের মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে বসবাসরত যুব গোষ্টিকে নিয়ে ০৮ টি ইউনিয়নে মোট ১২ টি যুব গ্রুপ তৈরি করা হয়। যার মাধ্যমে মোট ২৪০ জন যুবকে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হবে।

৩. KOBO টুল ব্যবহার করে প্রায় ১৫১ টি কমিউনিটি স্ক্রীনিং এর জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে মোট ১০০ টি কমিউনিটি স্ক্রীনিং সম্পন্ন করা হবে।

৪. সত্য তথ্য প্রবাহ চলমান রাখার জন্য এবং যোগাযোগীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে যুব জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ন, সহনশীল ও সহাবস্থান বজায় রাখার জন্য সচেতনতামূলক কমিউনিটি স্ক্রিনিং/ভিডিও প্রদর্শন করা হয়/ হচ্ছে।

৫. স্থানীয়ভাবে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা ও জনগুরুত্বপূর্ণ সঠিক ও জনকল্যানকর তথ্য স্থানীয় জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বিরোধী যে কোন ধরনের গুজব বন্ধ রাখার নিমিত্তে সত্য তথ্য প্রবাহ চলমান রাখার জন্য এবং যোগাযোগীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে যুব জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপূর্ন, সহনশীল ও সহাবস্থান বজায় রাখা বিষয়ক প্রকল্পের বিশদ বিবরণ তুলে দরে ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ০৮টি স্টার্ট-আপ মিটিং আয়োজন করা হয়েছে। এই মিটিংয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বারসহ স্থানীয় ভাবে বসবাসরত বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটিতে কিশোরীদের সাথে এলজি অধিবেশন

কমিউনিটিতে কিশোরদের সাথে এলজি অধিবেশন

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- আইস-ব্রেকিং ('Ice Breaking') বা স্থানীয় লোকেদের সাথে সম্পর্ক (Rapport-Building) তৈরি করার মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিতে প্রকল্পের সম্পর্কীত কাজ করা সহজতর হয়েছে। এছাড়াও 'ট্রান্সসিট ওয়ার্ক' (Transect Work) মাধ্যমে সমগ্র ইউনিয়ন, গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা এবং প্রতিপত্তিশালী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে পরিচিতি হয়েছে। যা প্রকল্পের সম্পর্কীত কাজ করা ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।
- CS অংশগ্রহণকারীদের তাৎক্ষণিক বা অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া CS ভিডিও শো শেয়ার করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। যদি আমরা ০৮ টি ইউনিয়নে বেতনভুক্ত 'স্থানীয় কমিউনিটি থেকে স্বেচ্ছাসেবক' নিয়োগ করি (প্রতিটি ইউনিয়নে একজন স্বেচ্ছাসেবক)। তাহলে এই স্বেচ্ছাসেবক এক দিন বা CS শো শুরু করার কয়েক ঘন্টা আগে ToR-এর মানদন্ড অনুযায়ী CS অংশগ্রহণকারী নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। তাহলে CS অংশগ্রহণকারীদের নিয়োগের জন্য এটি সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া হবে এছাড়াও তাদের এনআইডি পরীক্ষা করা, উপস্থিতি শীট সম্পূর্ণ করা, প্রাক-পরীক্ষার জন্য অংশগ্রহণকারীদের বেছে নেওয়া এবং তাদের সাথে প্রাক-পরীক্ষা পরিচালনা করা সহজ হবে।

- LG অডিও অংশগ্রহণকারীরা আর্থিক বা ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়া LG অডিও সেশনে যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। যদি আমরা বিভিন্ন দিবস উদযাপন পালন করতে পারি এবং তাদের বিভিন্ন দৃশ্যমান আইটেম যেমন ভাতা বা সম্মানী প্রদান করতে পারি, তাহলে তারা নিয়মিত এই এলজি অডিও সেশনে যোগ দিতে মনোযোগী হবেন।

১৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা- চ্যাম্পিয়ন অব চেইঞ্জ (সিওসি) প্রজেক্ট

প্রকল্পের সময়কাল: ১লা জুলাই'২০২২ ইং হইতে ৩০শে জুন'২০২৩ ইং পর্যন্ত । **দাতা সংস্থা:** ইউএনএফপিএ

প্রকল্পের কর্মএলাকা : উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় রোহিঙ্গা ক্যাম্প (১৩ ও ২২) এবং টেকনাফ হোষ্ট কমিউনিটি

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের সামগ্রীক উদ্দেশ্যঃ রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং হোষ্ট কমিউনিটির কিশোর এবং অল্প বয়স্ক ছেলেরা তাদের জীবন ও শরীরের যে নিয়ন্ত্রন রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন বৈষম্য, জবরদস্তি বা সহিংসতার শিকার থেকে মুক্ত রাখতে পারবে এবং তাদের যৌনতা সম্পকে´ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/লক্ষিত জনগোষ্ঠী: হোষ্ট কমিউনিটির কিশোর: ৪৮০ জন এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির এর কিশোর: ৯৬০ জন। মোট: ১৪৪০ জন।

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন:

১. হোষ্ট কমিউনিটির কিশোর: ৪৮০ জন এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্প এর কিশোর: ৯৬০ জন। মোট: ১৪৪০ জনকে লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহ্যান্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা রোধ ও অন্যান্ন বষয় নিয়ে সিওসি মডিউল অনুযায়ী ২২ টি সেশন প্রদান করা হয়েছে।

২. লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহ্যান্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা রোধ এবং CoC মডিউল সুরক্ষা ও সেশন ডেলিভেরিতে সহায়তা করার জন্য সিওসি ফ্যাসিলিটেটর ও সিবিসিপি অফিসার সহ মোট ২২ জনকে ৩ দিনের ১ বার প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৩. ASRHR পরিসেবাগুলো উন্নত করার জন্য হোষ্ট কমিউনিটির ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ কমিটির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সদস্যদের নিয়ে দ্বি-মাসিক করা হয়েছে মোট: ৬টি।

৪. GBV এবং ASRHR প্রচারে চ্যালেঞ্জ, শিক্ষা ও সুপারিশ গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য কিশোর ক্লাব এবং কমিউনিটির সদস্যদের নিয়ে মোট ৬টি কম´ এলাকায় ৬টি মিটিং করা হয়েছে।

৫. হোষ্ট কমিউনিটি ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প এর স্বভাব নেতা, ধমী´য় নেতা, মহিলা নেত্রী, এবং কমিউনিটির গুরুত্বপূণ´ ব্যাক্তিবগে´র সাথে GBV এবং ASRHR পরিসেবা বিষয়ক মোট ৬টি মিটিং করা হয়েছে।

৬. প্রকল্পের মুল ষ্টেকহোলডার সিআইসি ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে প্রকল্পের লেসন লারনিংস ও সুপারিশ বিষয়ক ১ দিনের কম´শালা অনুষ্টিত হয়েছে যেখানে সিআইসি ও উপজেলা প্রশাসন উক্ত প্রকল্পটি প্রয়োজনীয়তা আছে মমে´চলমান রাখার সুপারিশ করেছেন।

হোষ্ট কমিউনিটিতে বসবাসরত কিশোরদের মাইক্রো গার্ডিনিং কিডস সরবরাহ কর্মসূচি	**কোড অব কন্ডাক্ট বিষয়ক অধিবেশনে ইপসা নির্বাহী প্রধান**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহ্যান্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা রোধ, মাদক ও মানব পাচারের ভয়াবাহতা হতে শিশু ও কিশোরদের রক্ষা করার জন্য সিওসি সেশন গুলো বিশেষ ভুমিকা রাখে

- যে সকল শিশু ও কিশোর সিওসি এর সকল সেশন পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটা ভাল পরিবত´ন পাওয়া গেছে। যদি আমরা আমাদের শিশু ও কিশোরদের নিয়মিত ভাবে সেশনে উপস্থিত করতে পারি তাহলে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।
- নিয়মিত UH&FWC মিটিং করার ফলে কিশোর ও কিশোরীদের সেবার মান উন্নত করেছে এবং স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্টান গুলোর সহযোগিতা ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে অনেক সহায়তা করেছে এবং SRHR এর অধিকার ও কমিউনিটির কোথায় সেবা পাওয়া যায় তা কিশোর ও কিশোরী গন জানতে পেরেছে।

১৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: YPSA-ECD Home Kit for a Playful Home in Cox's Bazar Project

প্রকল্পের সময়কাল: March -২০২৩ to November-২০২৩

দাতা সংস্থা: Sesame Workshop Bangladesh.

প্রকল্পের কর্মএলাকা : উখিয়া, হোষ্ট এবং ক্যাম্প পর্যায়

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ প্রারম্ভিক শৈশব উন্নয়ন (ইসিডি) প্রকল্পটির লক্ষ্য শিশুদের এবং তাদের পিতামাতার মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে উৎসাহিত করা এবং প্রাথমিক শৈশব উন্নয়ন হোমকিটের মাধ্যমে ক্যাম্প-১৩, ক্যাম্প-১৪ এবং হোস্ট কমিউনিটির সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদান "YPSA-ECD Home Kit for a Playful Home in Cox's Bazar Project" এর প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ৩ থেকে ৬ বছরের শিশু এবং তাদের পিতামাতা।

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন:

১. ৩ থেকে ৬ বছরের শিশুর এখন খেলার মাধ্যমে পড়ালেখা শিখছে এটি তাদের মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২. শিশুরা এখন তাদের বাবা-মায়ের সাথে সময় কাটাতে পারছে পাশাপাশি তারা রাস্তাঘাটে না খেলে এসিডি হোম কিট নিয়ে বাসায় খেলতে খেলতে শিখছে এবং বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে।

৩. যেহেতু প্রকল্পটি এখনো পাইলটি পর্যাযে় আছে তাই আমরা আশা করছি এই পাইলটিং শেষে সফলতার সাথে আমরা নতুন প্রজেক্ট আরম্ভ করতে পারবো।

৪. প্রকল্পের মধ্যে লিঙ্গা সমতা নিশ্চিত হচ্ছে।

শিশুর সাথে বাবা সৃজনশীল উপকরণের ব্যবহারে ছবি আঁকছে।	**শিশুর সাথে মা হোম কিট নিয়ে খেলছে।**

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- ক্যাম্পে ইসিডি শিশুদের পড়ালেখা নিশ্চিত করা হোস্ট কমিউনিটির তুলনায় কঠিন।
- কাজের প্রতি কর্মীদের প্রতিশ্রুতি অনিরাপদ ক্যাম্প পরিবেশের মধ্যেও গতিশীলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
- ইসিডির খেলনাগুলির সাথে জড়িত থেকে শিশুরা যে বহুগুণ সুবিধা অর্জন করতে পারে তা ব্যাখ্যা করে, সামগ্রিক বিকাশে তাদের প্রধান ভূমিকাকে তুলে ধরা হচ্ছে।
- অভিভাবকরা যেভাবে খেলার সাথে শিক্ষাগত ধারণাগুলিকে নির্বিঘ্নে একীভূত করতে পারেন, তার উপর ভিত্তি করে জোর দেওয়া হয়। যার ফলে তাদের শিশুদের শেখার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন।

১৯. **কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ** রাইজ **(RISE)**
প্রকল্পের সময়কাল: ১লা মার্চ ২০২৩ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬
দাতা সংস্থা: BSR (Business for Social Responsibility)
প্রকল্পের কর্মএলাকা: ঢাকা, গাজীপুর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
১। নারী কর্মীদের ক্ষমতায়ন ব্যবসায়িক অনুশীলনে লিঙ্গ সমতা এম্বেড করুন এবং সিস্টেমের পরিবর্তন।
২। গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে কর্মরত নারীরা সমতা, পছন্দ এবং তাদের অধিকার পূরণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদার সহজাত অধিকার ভোগ করা
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: প্রান্তিক জনগোষ্ঠিতে বসবাসরত নারী-পুরুষ
প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন:

১। কিকঅফ মিটিং
২। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ
৩। মিডল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং
৪। পিয়ার এডুকেটর ট্রেনিং
৫। পিয়ার এডুকেটর রিফ্রেশার ট্রেনিং
৬। ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ
৭। বেসলাইন এবং এন্ডলাইন সার্ভে
৮। সমাপনী এবং সাসটেইনএবিলিটি

ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিং	**পিয়ার এডুকেটর রিফ্রেশার ট্রেইনিং**

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

ইপসা বিশ্বাস করে উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। ইপসা গতিশীল, টেকসই, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে যুবদের কর্মসংস্থান, নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিশেষ জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক অর্ন্তভূক্তি ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান বিষয়টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। ইপসা ২০২২-২০২৩ প্রতিবেদন সময়কালে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক সর্বমোট ১৮ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ২০৬১৫৫ যেখানে শিশু ৪% কিশোর কিশোরী ২% যুবা ৩৫% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ৩৮% প্রবীন জনগোষ্টি ৮% প্রতিবন্ধী ৪% এবং নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্টি ৯%। বর্তমানে, ইপসা অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ এর আওতাধীন অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন থিমে নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্মসূচী
০১	অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ইডিপি)
০২	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)
০৩	কৃষি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট এবং প্রাণী সম্পদ ইউনিট
০৪	তামাক চাষ নিয়ন্ত্রন বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃস্টি
০৫	প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
০৬	"প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প
০৭	রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর অধীনে "নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক উপ-প্রকল্প
০৮	রিকোভারী এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট -রেইজ
০৯	উচ্চমূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ এবং বাজারজাতকরণ শীষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প (আরএমটিপি)
১০	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
১১	সারথী
১২	ইপসা বিএসআরএম সমন্বতি খামার উন্নয়ন প্রকল্প
১৩	ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১৪	ছাগল বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী
১৫	ভ্যান গাড়ি বিতরনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
১৬	রিকশা বিতরনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
১৭	ইপসা ইউএসএফএস- ক্যাম্পাস প্রকল্প
১৮	জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্প

১.কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ইডিপি)

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৯৩ সাল থেকে চলমান **দাতা সংস্থাঃ** নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ

প্রকল্পের কর্মএলাকা :

জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা (প্রতিটি উপজেলা/থানা ভিত্তিক পৃথকভাবে প্রদান করুন)	জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা (প্রতিটি উপজেলা/থানা ভিত্তিক পৃথকভাবে প্রদান করুন)
চট্টগ্রাম	(চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন) আকবরশাহ, পাহাড়তলী, পতেংগা, ইপিজেড, হালিশহর, বন্দর, ডবলমুরিং,	৯নং উত্তর পাহাড়তলী, ১০ নং উত্তর কাট্রলী, ১১নং দক্ষিণ কাট্রলী, ১২নং সরাইপাড়া ১৩নং পাহাড়তলী, ২৪নং উত্তর আগ্রাবাদ, ২৫ নং রামপুরা, ২৬নং উত্তর হালিশহর, ৩৬ নং গোসাইলডাংগা, ৩৭ নং মধ্যম হালিশহর, ৩৮ নং দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর ৩৯নং দক্ষিণ হালিশহর, ৪০নং উত্তর পতেংগা, ৪১নং দক্ষিণ পতেংগা	চট্টগ্রাম	(চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন) বাকলিয়া, চকবাজার, চান্দগাও, বায়েজীদ, পাচলাইশ, খুলশী, কতোয়ালী, সদরঘাট	২নং জালালাবাদ, ৩নং পাচঁলাইশ ৪নং চান্দগাও, ৬নং পূব ষোলশহর, ৭নং পশ্চিম ষোলকবহর, ১৪নং লালখান বাজার, ১৫নং বাগমনিরাম, ১৬নং চকবাজার, ১৭নং পশ্চিম বাকলিয়া, ১৮নং পূব বাকলিয়া, ১৯নং দক্ষিণ বাকলিয়া, ২০ নং দেওয়ান বাজার, ২১নং জামালখান এবং ৩১নং আলকরণ
চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	সীতাকুন্ড পৌরসভা, ১নং সৈয়দপুর, ২নং বারইয়ারঢালা, ৪নং মুরাদপুর, ৫নং বাড়বকুন্ড, ৬নং বাশবাড়ীয়া, ৭নং কুমিরা, ৮নং সোনাইছড়ি, ৯নং ভাটিয়ারী, ১০ নং সলমিপুর ইউনিয়ন।	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	পৌরসভা, ১১নং মুছাপুর, ১২নং রহমতপুর, ১৩নং আজিমপুর, ১৭ মগধারা এবং ১৮নং হারামিয়া
	মিরসরাই	মিরসরাই পৌরসভা, বারইয়ারহাট পৌরসভা, ১নং করের হাট, ২নং হিংগুলী, ৩নং জোরালগঞ্জ, ৪নং ধুম, ৫নং ওছমানপুর, ৬নং ইছাখালী, ৭নং কাটাছড়া, ৮নং দুর্গাপুর, ৯নং মিরসরাই, ১০নং মিঠানালা, ১১নং মগাদিয়া, ১২নং খৈয়াছড়া, ১৩নং মায়ানী, ১৪নং হাইতকান্দি, ১৫নং ওয়াহেদপুর ও ১৬নং সাহেরখালী ইউনিয়ন।		রাঙ্গুনিয়া	রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা, ২নং হোছনাবাদ, ৩নং স্বনির্ভর, ৪নং মরিয়মনগর, ৫নং পারুয়া, ৬নং পোমরা, ৯নং শিলক, ১১নং চন্দ্রঘোনা কদমতলী, ১২নং কোদালা, ১৩ নং ইসলামপুর, ১৪নং দক্ষিণ রাজানগর, ১৫নং লালানগর ইউনিয়ন।
	রাউজান	রাউজান পৌরসভা, ১নং হলদিয়া, ২নং ডাবুয়া, ৩নং চিকদাইর, ৪নং গহিরা, ৬নং বিনাজুরী, ৭নং রাউজান, ৯নং পাহাড়তলী, ১০নং পূর্ব গুজরা, ১১নং পশ্চিম গুজরা, ১২নং উরকিরচর, ১৩নং দক্ষিণ মাদার্সা, ১৪নং বাগোয়ান, ১৫নং নোয়াজিশপুর ইউনয়িন।		হাটহাজারী	হাটহাজারী পৌরসভা, ৩নংমির্জাপুর, ৬নং ছিপাতলী, ৮নং মেখল, ৯নং গড়দুয়ারা, ১১নং ফতেপুর, ১২ চিকনদন্ডি ইউনিয়ন, ১৩ নং দক্ষিণ মাদার্সা, ১৪নং পূর্ব শিকারপুর, ১৫নং বুড়িশ্চর ইউনিয়ন।
	ফটিকছড়ি	ফটিকছড়ি পৌরসভা, নাজিরহাট পৌরসভা, ১নং বাগান বাজার, ২নং দাঁতমারা, ১২নং ধর্মপুর, ৬নং পাইন্দং, ৭নং কাঞ্চননগর, ৯নং সুন্দরপুর, ১৩নং লেলাং, ১৪নং নানুপুর, ১৫নং রোসাংগিরি, ১৬নং বক্তপুর, ১৭নং দৌলতপুর, ১৯নং সমিতিরহাট, ২১নং খিরাম।		পটিয়া	পটিয়া পৌরসভা, ৪নং কোলাগাঁও, ৫নং হাবিলাসদ্বীপ, ৬নং কুসুমপুরা, ৭নং জিরি, ৮নং আশিয়া (ক), ৮নং কাশিয়াইশ (খ), ৮নং বড়লিয়া(খ), ৯নং জঞ্জালখাইন, ১২নং হাইদগাঁও, ১৩নং দক্ষিণ ভূর্ষি, ১৪ নং ভাটিখাইন(ক), ১৪নং ধলঘাট (খ), ১৫নং ছনহরা (ক), ১৫ নং

					কেলিশহর (খ), ১৬নং কচুয়াই, ১৭ নং খরনা ইউনিয়ন।
	চন্দনাইশ	চন্দনাইশ পৌরসভা, দোহাজারি পৌরসভা, ১নং কাঞ্চনাবাদ, ২নং জোয়ারা, ৩নং বরকল, ৪নং বরমা, ৬নং সাতবাড়িয়া, ৭নং হাশিমপুর ইউনিয়ন।		কর্ণফুলী	৩নং জুলধা, ৪নং বড় উঠান, ৫নং শিকলবাহা ইউনিয়ন।
	আনোয়ারা	১নং জুইডন্ডি, ২নং বারশত, ৩নং রায়পুর, ৪নং বটতলী, ৫নং বরুমছড়া, ৬নং বারখাইন, ৮নং চাতুরী, ৯নং পরৈকোড়া, ১০নং হাইলধর।		বোয়ালখালী	বোয়ালখালী পৌরসভা, ১নং কধুরখীল, ২নং পশ্চিম গোমদন্ডী, ৪নং শাকপুরা, ৬নং পোপাদিয়া, ৫নং সারোয়াতলী, ৭নং আমুচিয়া, ৮নং চরণদ্বীপ, ৯নং শ্রীপুর-খরণদ্বীপ, ১০নং আহল্লা করলডেঙ্গা ইউনিয়ন।
ফেনী	ফেনী সদর	ফেনী পৌরসভা, ১ নং শর্শদি, ২নং পাঁছগাছিয়া, ৪ নং ধর্মপুর, ৬নং রাজাপুর, ৭নং বালিগাঁও এবং ৮নং কালীদহ, ১০ নং ছনুয়া, ১১ নং মোটবী এব্ং ১২ নং ফাজিলপুর।	ফেনী	ফেনী সদর	ফেনী পৌরসভা, ১ নং শর্শদি, ২নং পাঁছগাছিয়া, ৪ নং ধর্মপুর, ৬নং রাজাপুর, ৭নং বালিগাঁও এবং ৮নং কালীদহ, ১০ নং ছনুয়া, ১১ নং মোটবী এব্ং ১২ নং ফাজিলপুর।
	দাগনভূঁইয়া	দাগনভূঁইয়া পৌরসভা, ২নং রাজাপুর, ৩নং পূর্ব চন্দ্রপুর, ৪নং রামনগর, ৬নং ইয়াকুবপুর, ৭নং মাতুভূঁইয়া, ৮নং রাজারামপুর এবং ৯নং জয়লস্কর		সোনাগাজি	সোনাগাজি পৌরসভা, ১নং চরমজলিশপুর, ২নং বগাদানা, ৩নং মঙ্গলকান্দি, ৪নং মতিগঞ্জ, ৫নং চরদরবেশ, ৬নং চর চান্দিয়া, ৭নং সোনাগাজি, ৮নং আমিরাবাদ এবং ৯নং নবাবপুর।
কুমিল্লা	আদর্শ সদর	৪নং আমড়াতলী, ৫নং পাঁচথুবী, ৬নং জগন্নাথপুর	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	৪নং আমড়াতলী, ৫নং পাঁচথুবী, ৬নং জগন্নাথপুর
	লালমাই	১নং বাগমারা উত্তর, ২নং বাগমারা দক্ষিন, ৪নং ভুলইন উত্তর, ৫নং ভুলইন দক্ষিন, ৬নং পেরুল উত্তর এবং ৭নং পেরুল দক্ষিন।		বরুড়া	১নং শিলমুড়ি উত্তর, ২নং শিলমুড়ি দক্ষিন, ৬ নং ঝলম, ১০নং গালিমপুর
	বুড়িচং	১নং রাজাপুর, ২নং বাকশীমূল, ৩নং বুড়িচং সদর, ৪নং ষোলনল, ৫নং পীরযাত্রাপুর, ৬নং ময়নামতি, ৮নং উত্তর ভারেল্লা, ৯নং দক্ষিন ভারেল্লা।			চান্দিনা পৌরসভা, ২নং বাতাঘাসী, ৩নং মাধাইয়া, ৪নং মহিচাইল, ৫নং কেরনখাল, ৬নং বাড়েরা, ৭নং এতবারপুর, ৮নং বরকইট, ৯ন্ং মাইজখার, ১০নং গল্লাই, ১১নং দোল্লাই নবাবপুর, ১২নং বরকরই এবং ১৩নং জোয়াগ।
	দেবিদ্বার	২নং এলাহাবাদ, ৫নং জাফরগঞ্জ, ৭নং ফতেহাবাদ, ৮ নং বরকামতা, ১০নং ভানী, ১১নং মোহনপুর এবং ১৫ নং সুলতানপুর।		মুরাদনগর	১৭ নং জাহাপুর, ১৮ নং ছালিয়াকান্দি, ২০ নং পাহাড়পুর, ২১ নং বাবুটিপাড়া।
	তিতাস	১ নং সাতানী, ২ নং জগতপুর, ৬ নং ভিটিকান্দি, ৭ নং নারান্দিয়া।		ব্রাহ্মন পাড়া	৬ ব্রাহ্মন পাড়া সদর, ৭ সাহেবাবাদ, ৮নং মালাপাড়া।
	দাউদকান্দি	৪নং ইলিয়টগঞ্জ, ১৩নং পদুয়া।			

	লাকসাম	১নং বাকই, ২নং মুদাফফরগঞ্জ উত্তর, ৩নং মুদাফফরগঞ্জ দক্ষিণ, ৪ নং কান্দিরপাড়।		মনোহরগঞ্জ	৪নং ঝলম উত্তর, ৮নং খিলা।
কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	৪নং কাপ্তান বাজার, ৬নংচকবাজার, ৯নং গাংচর, ১০নংকান্দিরপাড়, ১১নং-রাজগঞ্জ, ১৬নং টিক্কারচর, ১৭ নং সূজানগর,	কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	১৮নং নুরপুর, ২০নং দিশাবন্দ, ২২নং শ্রীবল্লভপুর, ২৩নং জয়পুর, ২৪নং কোর্টবাড়ী, ২৫নং দয়াপুর ২৫নং ধনপুর, ২৬নং গোয়ালমথন এবং ২৭নং ধনাইতরী।
চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	৪নং শাহ মাহমুদপুর, ৫নং রামপুর।	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	৩নং সুবদিপুর।
	কচুয়া	১নং সাচার, ২নং পাথৈই, ৩নং বিতারা, ৪নং পালাখাল, ৫নং পশ্চিম সহদেবপুর, ৬নং কচুয়া উত্তর, ৭নং কচুয়া দক্ষিণ, ৮নং কাদলা, ৯নং কড়াইয়া, ১০নং গৌহাট উত্তর, ১১নং গৌহাট দক্ষিণ, ১২নং আশ্রাবপুর।		হাজিগঞ্জ	২নং বাকিলা, ৩নং উত্তর কালচোঁ, ৪নং দক্ষিণ কালচোঁ, ৫নং হাজিগঞ্জ সদর, ৬নং পূর্ব হাটিলা, ৭নং পশ্চিম বরকূল, ৮নং পূর্ব বরকূল, ১১নং পশ্চিম হাটিলা।
	শাহারাস্তি	১নং টামটা উত্তর, ২নং টামটা দক্ষিণ, ৩নং মেহের উত্তর, ৪ নং মেহের দক্ষিণ, ৫নং রায়শ্রী উত্তর, ৬নং রায়শ্রী দক্ষিণ।			
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	রাঙ্গামাটি পৌরসভা, ৩নং সাপছড়ি ইউনয়িন	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই কাউখালী	২নং রাইখালী, ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়ন ২ নং বতেবুনয়িা, ৩ নং ঘাগড়া, ৪ নং কলমপতি ইউনয়িন
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সদর, ১নং পেরাছড়া,২নং গোলাবাড়ি, ঠাকুর ছড়া, ভাইবোনছড়া।	খাগড়াছড় ি	পানছড়ি	১নং লোগাং, ২নং চিংগি, ৩ নং পানছড়ি, ৪ লতিবান, ৫নং উলটাছড়ি।
	মহালছড়ি	৭নং মাইছছড়ি		রামগড়	রামগড় পৌরসভা, ১নং রামগড়, ২নং পাতাছড়া ইউনিয়ন।
বান্দরবান	লামা উপজেলা	৫নং ফাসিয়াখালী, ৭নং ফাইতং ইউনিয়ন।	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড় ি উপজেলা	১নং নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়ন
কক্সবাজার	সদর উপজেলা	১নং চৌফলদন্ডী, ৩নং পিএম খালী ৪নং খুরুশকুল ইউনিয়ন		পেকুয়া উপজেলা	১নং শীলখালী, ৫নং পেকুয়া সদর ইউনিয়ন।
কক্সবাজার	চকরিয়া উপজেলা	১নং কাকারা, ২নং কৈয়ারবিল, ১২নং বরইতলি, ১৭নং হারবাং এবং ১৪নং লক্ষ্যারচর ইউনিয়ন।	কক্সবাজা র	রামু উপজেলা	১নং কচ্চপিয়া,২নং গর্জনিয়া, ৭নং রাজারকূল, ৮নং দক্ষিন মিঠাছড়ি, ৯নং খুনিয়াপালং ইউনিয়ন।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাস ও ক্ষমতায়ন।

উদ্দেশ্যঃ

ক) সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে আত্ম বিশ্বাস ও উন্নয়নে স্পৃহা সৃষ্টি করা।
খ) সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা।
গ) স্থায়ী সম্পদ আহরণ ও এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
ঘ) উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করন।
ঙ) সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি করা।
চ) উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধনের সংস্থান করা।
ছ) সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: প্রান্তিক জনগোষ্টিতে বসবাসরত যুবা, প্রবীনম প্রতিবন্ধীম ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠিসহ অপরাপর

প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

১) গ্রুপ ২) সঞ্চয় সৃষ্টি ৩) ঋন চাহিদা যাচাই বাছাই এবং ঋন বিতরন ৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন ৫) সচেতনায়ন কার্যক্রম ৬) সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ৭) রেমিটেন্স

চলমান প্রোডাক্ট সমূহঃ

১. সঞ্চয় কর্মসূচি   ১.১) সাধারণ সঞ্চয়।   ১.২) মুক্ত সঞ্চয়।   ১.৩) মাসিক সঞ্চয়

২. ঋণ কর্মসূচিসমূহঃ

২.১) জাগরণ ২.২) অগ্রসর ২.৩) সুফলন ২.৪) বুনিয়াদ ২.৫) অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম ঋণ ২.৬) আইজিএ ঋণ ২.৭) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ২.৮) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ২.৯) স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট ঋণ ২.১০) আবাসন ঋণ ২.১১) আরসিসি ঋণ ২.১২) আবাসন ঋণ ২.১৩) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীননমান উন্নয়ন ঋণ ২.১৪) অগ্রসর (এমডিপি) ২.১৫) অগ্রসর (এসইপি)

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন (সংখ্যাসহ) [উল্লেখযোগ্য এবং Evidence ভিত্তিক]:

শাখার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি	ঋণ স্থিতি	এ যাবত ঋণবিতরণ	উদ্বৃত্ত তহবিল	ক্রমপুঞ্জিভত আদায়ের হার
৬১	৯৯২৭৪	৬৭৩৭৭	১০০,৪৪৩,১২৭৩	২৬৮,৬৯১.৬১৫২	২১,২৮৬,৯৪১,০০০	৪১,৭৭,১৯,৭০৫	৯৯%

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে কমিউনিটি পর্যায়ে উঠান বৈঠক

স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রবীন নারীর চক্ষু পরীক্ষা করা হচ্ছে

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের নারীরা সমাজে আত্ম নির্ভরশীল হতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি সম্ভব

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: দারিদ্র্য দুরীকরনের লক্ষে দরিদ্র পরিবার সমুহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)

প্রকল্পের সময় কাল: চলমান   **দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, রাঙ্গামাটির কাউখালি এবং খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলা।

প্রকল্পেরলক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

কর্মসূচিতে অংশগ্রহনকারী দরিদ্র পরিবার সমুহকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্রহ্রাস করে ।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী:

সমৃদ্ধি ইউনিয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম ইউনিয়নের সকল জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১. ২০২২-২৩ অথ-বছরে ২৬৮ টি স্যাস্টেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রায় ৯৯৯৭ রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।
২. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে ও শিশু মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে।
৩. শিক্ষা বৃত্তির মাধ্যমে ৮৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ০৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে।

৪. যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, উগ্রবাদ ও সহিংসতা, ইভটিজিং এর মতো সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পেয়েছে।
৫. ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে ১০৫ টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ২২৬৫ জন শিক্ষার্থীদের পাঠদান করান হয়।

শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।	**জাতীয় যুব দিবস উদযাপনে ইপসা উপকারভোগী**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে ভিক্ষুক পুর্নবাসন সম্ভব।
- সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দারিদ্র হ্রাস করা যায়।
- বেকার যুবকদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষকরে গড়ে তুলে কর্মসংস্থান করা যায়।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ কৃষি ইউনিট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৫ থেকে চলমান **দাতা সংস্থাঃ** পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড পৌরসভা এবং সংশ্লিষ্ট ৩ টি ইউনিয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

পরিবেশ বান্ধব কৃষি মৎস্য প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ
খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কৃষিজ প্রাকৃতিক উৎসের বিকাশ সাধন করা।
তৃণমূল পর্যায়ে কৃষি র্নিভর অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
কৃষক পর্যায়ে আধুনিক নতুন নতুন জাতের সন্নিবেশ করা।
জলবায়ু অভিযোজিত দেশীয় এবং উচ্চ-মূল্যের মাছ চাষ।
কৃমিনাশক, প্রতিষেধক টিকা ও কারিগরী সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাণী সুস্থ রাখা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: সীতাকুন্ড উপজেলার সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী ও ইপসার ক্ষুদ্র ঋণী সদস্য

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১. কৃষকদের আধুনিক ও নিরাপদ জৈব চাষাবাদে অভ্যস্থ করার লক্ষ্যে কৃষি খাতে ৬৩টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন।
২. উপকূলীয় অঞ্চলে কোরাল মাছ চাষের ব্যাপকতা অর্জন।
৩. প্রাণিসম্পদ খাত কর্তৃক ১৬ টি প্রযুক্তির মোট ১৪৪ টি প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়ন।
৪. আধুনিক কৃষির সাথে খামারিদের পরিচিত করণের লক্ষ্যে ১০ টি পরামর্শ কেন্দ্র, ৮টি মাঠ দিবস সম্পন্ন।
৫. অনুপুষ্টিসম্পন্ন দেশীয় জাতের ছোট মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি।

কোরাল চাষে সফল পারভীন আক্তার	**দেশি মুরগি পালনে শাহিনা আফরোজ স্বাবলম্বী**

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :
প্রশিক্ষণ, অনুদান এবং যথাযথ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে IGA এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং সদস্যদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব।

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: "তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি'

প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

প্রকল্পের কর্মএলাকা: চকরিয়া উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. তামাকমুক্ত লাভজনক ফসলভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রচলন এবং ফসল চাষের পাশাপাশি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে র্কষকের বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা;

২. তামাক পোড়ানোজনিত পরিবেশ দূষণ ও বৃক্ষ নিধন হ্রাস এবং তামাক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করাসহ স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চত করা:

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: কর্ম এলাকার তামাক চাষী

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১. তামাক চাষের বিকল্প ফসল চাষের জন্য ২২৫ জন তামাক চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে চাষীদের মাঝে কারিগরি পরামর্শ এবং সার, বীজ ও বিবিধ উপকরণ (ফেরোমন ও রঙ্গিন ফাঁদ) সরবরাহ করা হয়েছে।

২. তামাকের বিকল্প উচ্চ ফলনশীল ও অধিক লাভজনক ফসল হিসেবে ব্রোকলি, ক্যাপসিকাম, স্ট্রবেরি, টমেটো, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, মরিচ, বেগুন, শসা, চিচিংগা, ঝিংগা, করলা ও গ্রীষ্মকালীন তরমুজ ইত্যাদি চাষ করার জন্য ১৮০ জন চাষীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৫০ জন চাষীকে উপকরণ দেওয়া হয়েছে; ফেরোমন ফাঁদ ও রংগিন ফাঁদ ব্যবহার করে ১৫০ জন চাষীকে নিরাপদ সবজি চাষ করানো হয়েছে।

৩. ২৫ জন চাষীকে কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রেতে গুনগত মান সম্পন্ন বিভিন্ন মৌসুমী সবাজর চারা উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং তামাক চাষের পরিবর্তে মসলা ফসল (মরিচ, পেঁয়াজ, হলুদ); তৈল ফসল (সরিষা এবং বাদাম) ও অর্থকরী ফসল ফুল এবং উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনের জন্য ৬০ জন চাষীকে উপকরণ দেওয়া হয়েছে।

৪. উত্তম ব্যবস্থাপনায় গাভি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, পেকিন জাতের হাঁস পালন, কালার ব্রয়লার মুরগি পালন ও মাচায় ছাগল পালনের জন্য ১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১০০ জনকে উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়।

৫. ২২০ জন কৃষককে পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, কৃষি ও প্রানিসম্পদ বিষয়ক কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উচ্চমূল্যের সবজি ফসল উৎপাদন প্রদর্শনী	**তামাক ফিল্ডে স্ট্যাবরী চাষ করা হচেছ।**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

১. তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদন করে কৃষকরা এখন একই জমিতে বছরে ৩-৪ টি ফসল চাষ করছে যা তামাক চাষের চেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে এবং অন্য চাষীরাও এতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

২. তামাক চাষের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা চাষীরা এখন অনুধাবন করতে পারছে ফলে তামাকের বিকল্প ফসল চাষে অধিক লাভবান হচ্ছে।

৩. পরিবেশবান্ধব মালচিং পেপার ব্যবহার করে ফসল চাষ করলে অনেক বেশি লাভবান হওয়া যা

৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই'২০২১- জুন'২০২৪ সাল **দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্পের কর্মএলাকা : সীতাকুন্ড ও মীরসরাই

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পারিবারিক সামাজিকভাবে, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক বাঁধাসমূহ দূরীকরণে কাজ করা।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে আর্থিক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের টেকসই জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুঁজি গঠণে সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে উদ্যোক্তা তৈরী করা।

সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: সমাজের দরিদ্র, অতিদরিদ্র, অস্বচ্ছল, অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১) এই কর্মসুচির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে ১৫০ জন।

২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের মানুষের আচরণ ও দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে ৩০০ জন।

৩) কর্মসচির নানাবিধ জীবনমূখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদেরকে বিভিন্ন কাজে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে সর্বমোট ২০০ জন।

৪) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সূবর্ন কার্ড এবং ভাতা প্রাপ্তিতে সহযোগীতা করে তাদের সূবর্ন কার্ড ও ভাতা নিশ্চিত করা হয়েছে সর্বমোট ২৫০ জন।

৫) সরকারী /বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সর্বমোট ২৫০ জন।

একজন সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মুরগী পালন কার্যক্রম	একজন সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগ

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পরিবার, সমাজ, জাতি ও দেশের উন্নয়নের অংশীদার।
- দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরকারের পাশাপাশি ইপসা অত্যান্ত আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় সহযোগীতার মাধ্যমে অধিকার বঞ্চিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায় ও জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সম্ভব।

৬ কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্যপণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালুচেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০২২ হতে নভেম্বর ২০২৩ (২৩ মাস) **দাতা সংস্থা**: পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্পের কর্মএলাকা: মুরাদপুরপুর এবং সীতাকুন্ড সদর ব্রাঞ্চ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ইপসার প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্যপণ্যের বাজার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যেশ্য হচ্ছে এলাকার প্রকৃত লোকজন যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদের উৎপাদিত পণ্যকে সঠিক ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরে বাজারজাত করণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ২০০০ স্থানীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন:

১. সীতাকুন্ড সমুদ্র তীরবর্তী এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া হওয়ার শর্তে ও চারজন সাধারণ উদ্যোক্তাকে পণ্য উৎপাদনে কোম্পানীতে রূপান্তরীত করা হয়েছে।

২.টেকনিক্যাল ও লজিষ্টিক সাপর্টের মাধ্যমে ২০ জন সাধারণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে মাঝারি উদ্যোক্তায় পরিনতকরা পাশাপাশি প্রতিযোগীতা মূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য ৮ জন উদ্যোক্তার পণ্যকে ট্রেডমার্ক ও বিএসটিআই অনুমোদনের জন্য আবেদন করা।

৩.স্বাস্থ্যসম্মতউপায়ে পণ্য উৎপাদন করায় গুনগত মানের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভাটিয়ারাী জোনে বিক্রয়।

৪.সীতাকুন্ড এলাকায় চারটি তেলের মেশিন স্থাপন করায় এলাকার লোকজন ভেজাল মুক্ত সরিষার তৈল খেতে পারছে এবং এলাকায় পর্যাপ্ত সরিষা উৎপাদন বেড়েছে।

৫.কোম্পানী সৃষ্টি হওয়ায় এলাকার কিছু বেকার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

অংশি ফুড কোম্পানীর সরিষার তৈল প্রডাকশন চিত্র।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- বর্তমান পেক্ষাপটে দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতির প্রতিযোগীতার বাজারে টিকে থাকতে হলে মানসম্পন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য উৎপাদনের বিকল্প নেই।
- পণ্যের ট্রেডমার্ক এবং বিএসটিআই অনুমোদন ব্যতীত আর্জাতিক প্রতিযোগীতা মূলক বাজারে পণ্য বিক্রয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
- বর্তমানে অনলাইন মিডিয়া ব্যবহার করে খুব সহজে পণ্যের প্রমোশন নিশ্চিত করা সম্ভব।

৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: আরএমটিপি -নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাতপণ্যের বাজার উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী, ২০২২- ডিসেম্বর ২০২৪ **দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্পের কর্মএলাকা : চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড ও মীরশ্বরাই

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়, খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি পরিস্থিতি স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি হবে। অর্থাৎ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৭০ শতাংশ উদ্যোক্তার ন্যূনতম ৫০ শতাংশ আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ৩০ শতাংশ প্রকল্পভুক্ত সদস্যরা তাদের নিয়মিত খাদ্য তালিকায় পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার যুক্ত করতে সক্ষম হবে।

প্রাণীসম্পদ সম্পর্কিত উদ্যোগগুলোর কার্যকরি উৎপাদন পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সুরক্ষামান, ট্রেসেবিলিটি, বাজারসংযোগ ইত্যাদি শক্তিশালী ও টেকসইভাবে বৃদ্ধি পাবে।

উপ-প্রকল্পের ৯০ শতাংশ উদ্যোক্তা গুণগতমানের উপকরণ, উন্নত প্রযুক্তি বা উত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

উপ-প্রকল্পের ১০ শতাংশ উৎপাদনকারী দল সরকারি বা বেসরকারি বড় বাজার এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিক/চুক্তিভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনা করার সক্ষমতা অর্জন করবেন

উপ-প্রকল্পের ৪০ শতাংশ সদস্য পরিবেশ বান্ধব টেকনোলজি গ্রহণ করবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: খামারী, উৎপানকারী, উদ্যোক্তা, সার্ভিস প্রোভাইডার

প্রকল্পের প্রধান অর্জন

১. ২০ টি ইউনিয়নে ২০০ জন এলএসপি (লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার) উন্নয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে সকল এলাকার খামারীরা স্বল্প সেবা মুল্যে প্রাণি চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন।

২.১৮ টি ভ্যাকসিন ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতি মাসে ন্যূনতম ১০০০ গবাদি প্রাণিকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা, কৃমিনাশক প্রদান করা হচ্ছে।

৩.২০ টি ক্রিম সেপারেটর (ননী পৃথককারী যন্ত্র) প্রকল্পভুক্ত ২০ জন উদ্যেক্তাকে প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিমাসে ২ টন ভেজালমুক্ত ঘি প্রকল্পভুক্ত এলাকায় উৎপাদন করা হচ্ছে।

৪.৪০ জন খামারীকে ৪০ টি চপার মেশিন (ঘাস কাটার যন্ত্র) প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে খামারীর সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি উৎপাদন খরচ হ্রাস ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৫০০০ জন খামারীকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তা চলমান রয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ২৪০০০ খামারীকে গবাদি প্রাণি পালন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রদান করা হয়েছে এবং পরিবেশ, জলবায়ু, পুষ্টি ও সামাজিক ইস্যু বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠির মাঝে অর্থ প্রদান করছেন ইপসা-নির্বাহী জনাব মোঃ আরিফুর রহমান।	**এলএসপি’র প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি**

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- কন্টাক্ট ফামিরং এর মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব।
- ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদনকারী ও উৎপাদিত পণ্যের মুল্যায়ন নিশ্চিত হতে পারে
- ভ্যালু চেইন সিস্টেম নিশ্চিত করতে পারলে মাইক্রো ফিন্যান্স সদস্য ও আউটস্ট্যান্ডিং বৃদ্ধি সম্ভব।

৮. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: রিকোভারী এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট – রেইজ

প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০২২ – জুন ২০২৩ **দাতা সংস্থা**: পিকেএসএফ ও বিশ্ব ব্যাংক

প্রকল্পের কর্মএলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, মীরসরাই, সীতাকুন্ড, পটিয়া, আনোয়ারা, বোয়ালখালী

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

০১. কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

০২. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যোগের সম্প্রসারণে অর্থায়ন

০৩. নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের “গুরু-শীষ্য” পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

০১. কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বেকার যুব-যুবতী যারা উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন দেখে।

০২. তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার

০৩. সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

০৪. বাংলাদেশের বাসিন্দা কোভিড – ১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুব উদ্যোক্তা, ১৮-৩৫ বয়সী বেকার যুবক-যুবতী যারা উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন দেখে।

লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা: প্রান্তিক জনগোষ্ঠি

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১. ৮০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মধ্যে সহজ শর্তে ৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

২. ৮০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে “ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা ধারাবাহিকতা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান

৩. ৩০ জন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কে “শিক্ষানবিসী কার্যক্রম” বিষয়ে ওরিয়েন্টিশন প্রদান

৪. ৩০ জন গুরুর অধীনে ৬০ জন শিক্ষানবিশ কে ৬ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান

৫. ৬০ জন যুবক-যুবতীকে “জীবন দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান

সফল ক্ষুদ্র ঋণ উদ্যোক্তা স্বপ্না আক্তার	ক্ষুদ্র ঋণ ওমর ফারুককে দিয়েছে নতুন আশা

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- মনোবল দৃঢ় ও লক্ষ্য স্থির থাকলে একজন উদ্যোক্তা ক্ষতি পুষিয়ে পুনঃরায় তার ব্যবসাকে লাভের পথে নিয়ে আসতে পারে।
- দক্ষতা উন্নয়ন ঘটাতে পারলে বেকার যুবক যুবতী নিজেকে আর্থিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে
- সহযোগিতা পেলে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বেকার সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে পারে।

৯. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: উচ্চমূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ এবং বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প (আরএমটিপি)

প্রকল্পের সময়কাল: ৩ বছর (জানুয়ারী/২২ থেকে ডিসেম্বর/২৪) **দাতা সংস্থা**: পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএ)

প্রকল্পের কর্মএলাকা: সীতাকুন্ড ও মীরসরাই উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

প্রস্তাবনার লক্ষ্যঃ উদ্যোক্তাদের টেকসই ভাবে আয়, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ:

পাহাড়ী অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল অর্থকরী ফল/ফসল চাষের প্রচলন ও টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর।

উদ্যোক্তা সৃষ্টি/উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মুনানফা বৃদ্ধি করা ভেল্যু চেইন এ্যাকটরদের সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উপকরণ ও প্রযুক্তি সহজলভ্যকরনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রচলিত নার্সারি গুলোকে কারিগরি এবং স্বল্প পরিসরে উপকরণ সহায়তা দিয়ে উদ্ভাবনী ও টেকসই করে তোলা।

প্রযুক্তি সহযোগে কৃষকদের শ্রম ঘন্টা হ্রাসকরণ এবং উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণ।

উদ্যোক্তাদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: পাহাড়ী নৃগোষ্ঠি এবং পাহাড়ে বসবাসরত বাঙ্গালী

প্রকল্পের প্রধান অর্জন :

১. সীতাকুন্ড এবং মিরসরাই উপজেলায় পতিত পাহাড় সবুজায়ন এর লক্ষ্যে ২২-২৩ অর্বছরে প্রায় ১০ হাজার উচ্চমূল্যের ফল-ফসলের চারা বিতরণ।

২. প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সেচ সমস্যা সমাধানে ৪ টি রিং টিউবয়েল এবং ৩ টি সারফেইজ ওয়াটার হারভেন্টার স্থাপণ করা হয়েছে।

৩. প্রকল্প এলাকার কৃষদের ফসল সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করণের সুবিধারতে ১ টি কালেকশন সেন্টার স্থাপণ করা হয়েছে যা এলাকার বিশেষ আলোরণ সৃষ্টি করেছে।

৪. প্রকল্পের সহায়তায় ২০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রমোট করার উদ্দেশ্যে তাদের অনলাইন প্লাটফরম তৈরী করে দেয়া হয়েছে এবং ৮ জন উদ্যোক্তার খামার সনদায়নের উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর লাইসেন্স পেতে সার্বিক সহযোগীতা করা হয়েছে।

৫.উদ্যোক্তাদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ৩০০০ সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রধান নিবাহী- ইপসা, প্রকল্পের বাগানীদের উচ্চমূল্যের ফল চারা বিতরণ করছেন

এলাকার জনগণ ও প্রকল্পের সহায়তায় স্থাপিত কালেকশন সেন্টার

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- নতুন কোন কলা- কৌশল শুরুতে কৃষকরা গ্রহষ না করলেও পরবতীতে উপকৃত হলে খুব সহজেই তা গ্রহণ করে।
- কফি, কাজুবাদাম, পামেলো, গোল মরিচ ইত্যাদি উচ্চমূল্যের ফল চাষাবাদের ফলে আমদানী র্নিভরতা কমবে এবং দেশীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।
- আনলাইন প্লাটফরম হলো এমন একটা মাকেট স্পেস যেখানে ঘরে বসেই উদ্যাক্তারা তাদের নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারে এবং নিজেদের পণ্যের মাকেটিং করতে পারে।

১০. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী ।

প্রকল্পের সময়কাল: চলমান **দাতা সংস্থা**: পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্পের কর্মএলাকা: সীতাকুন্ড ও সন্দীপ উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ দরিদ্র্যতা দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: স্থানীয় প্রবীণ জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন (সংখ্যাসহ)

১. আইজিএ ঋণ গ্রহণ করে স্বচ্ছল হয়েছে প্রায় ১০০ জন প্রবীণ।

২. প্রতি মাসেই তারা স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবার জন্য এখন আর কারো মুখাপেক্ষি হতে হয়না।

৩.প্রবীণরা তাদের অধিকার ও প্রবীণ নীতিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ঠ ধারণা পেয়েছে।

৪. প্রবীণদের মধ্যে সম্প্রীতি বেড়েছে বহুগুণ।

৫. অসহায় প্রবীণরা বিভিন্ন সহায়ক উপকরণ পেয়ে উপকৃত হয়েছে যা তাদের জন্য স্বপ্ন ছিল।

প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা	**প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য চোখের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা**

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন প্রবীণদের মনে সুস্থতা সঞ্চার করে।
- প্রবীণদের অধিকার ও সরকারি নীতিমালা জানা না থাকলে প্রবীণদের মূল্যায়ন অপ্রতুল।

১১. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: সারথী।

প্রকল্পের সময় কাল: ডিসেম্বর ২০২২ থেকে অক্টোবর ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** সুইস কন্টাক্ট

প্রকল্পেরকর্মএলাকা: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

৭৫০০ গার্মেন্টস ওয়ার্কার ও ৭৫০০ কমিউনিটি সভ্যকে সঞ্চয় করানো।

৫০০ নারী উদ্দ্যোক্তাকে উদ্দ্যোগ উন্নয়ন ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন প্রদান।

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী: ১. গামেন্টস কর্মী ২. কমিউনিটির জনগন

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন:

১. ৫০০০ সদস্য কে সঞ্চয়ের আওতায় আনা হয়েছে।

২. ১০০ নারী উদ্দ্যোক্তাকে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৩. ০৬ টি বৈকালিক মাইক্রোফাইনেন্স মডেল গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

৪. ৪৫০ জন সদস্যকে ডিপিএস করানো হয়েছে।

৫. ১৬৪ জন সদস্যকে এফডিআর করানো হয়েছে।

গার্মেন্টস মালিকদের সাথে মতবিনিময়	**গার্মেন্টস কর্মদের জন্য প্রশিক্ষণ**

শিক্ষনীয় বিষয়:

- সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঝুঁকি কম থাকে।
- প্রশিক্ষনের মাধ্যমে যেকোন কাজে সফলতা অর্জন করা যায়।

১২. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা বিএসআরএম সমন্বতি খামার উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: জানুয়ারী ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ **দাতা সংস্থা:** বিএসআরএম

প্রকল্পের কর্মএলাকা: সীতাকুন্ড ও মীরসরাই উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. স্থায়িত্বশীল সমন্বিত খামার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবেশ বান্ধব, বিষ মুক্ত এবং জৈব নিরাপত্তাসহ সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা।

২. স্থায়িত্বশীল সমন্বিত খামার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবেশ বান্ধব, বিষ মুক্ত এবং জৈব নিরাপত্তাসহ সমন্বিত টেকসই উন্নয়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: প্রান্তিক কৃষক, (নারী ও পুরুষ) ৪২০ জন

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১। প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রচারনার জন্য সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার উপর ১টি পোষ্টার তৈরী করা হয়েছে। ফলে কৃষকরা সমন্বিত খামার করতে আগ্রহী হয়েছে।

২। প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রচারনার জন্য ১ টি ভিডিও ডকুমেন্টশন তৈরী করা হয়েছে। যা রেডিও সাগর গিরিতে প্রকাশের ফলে এলাকার জনগণ সমন্বিত খামার সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে।

২। ফসল চাষের বিভন্ন কার্যক্রমের উপর ১০টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে । ফলে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগীরা নিরাপদ সবজি উৎপাদন করছে।

৪। প্রকল্পের ১০টি ডেমো স্থাপণের ফলে এলাকার মানুষ তার দেখা দেখি নিজেরাই নিজের জমিতে ফসল চাষাবাদ করছে।

৫। ২০০ জন উপকারভোগীকে বিভিন ধরণের জৈব উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (যেমন- সেক্স ফেরোমন, কালার ট্যাপ, বায়োডার্মা) ফলে এলাকায় জৈব কৃষি চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে	**নিজের উৎপাদিত খামার হতে সবজি সংগ্রহ করছেন একজন কৃষানী**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- জৈব প্রযুক্তি (কালার ট্যাপ, সেক্স ফেরোমন, জৈব সার) ব্যবহার করে নিরাপদ সবজি উৎপাদন করা সম্ভব।
- সমন্বিত খামারের বিভিন্ন উপাদানগুলো সঠিক ব্যবহারের ফলে খামারের উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং খামার ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে কৃষকদের খামারের সকল উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব।

১৩, কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই'২০১৯ -আগষ্ঠ'২০২৩ **দাতা সংস্থা:** পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্পের কর্মএলাকা : সীতাকুন্ড ও মীরসরাই উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১. ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রচলন

২. দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ভেটকি মাছ চাষী

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১. ৫০টি ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রদর্শনী স্থাপন

২. ২৫০ জন সদস্যকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান

৩. ৫৪টি ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রতিরূপায়ন

৪. ১০৫ জন চাষীকে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ

৫. ২১০ জন চাষীকে কারিগরী কর্মকর্তার মাধ্যমে মাছ চাষে সেবা প্রদান

ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে সফল এক চাষী	**ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ পদ্ধতিতে সফল এক চাষী**

মূল শিক্ষনীয় বিষয় :

- মাছের সাথে পুকুরে সারা বছর ব্যাপী সবজি চাষ
- কোরাল মাছের খাদ্য হিসাবে তেলাপিয়া মাছের ব্যবহার

১৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ছাগল বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী।
প্রকল্পের সময়কালঃ ১লা জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং। **দাতা সংস্থাঃ** বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ সীতাকুন্ডের দরিদ্র মানষের জীবন জীবিকার স্বচ্ছলতা আনায়নের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি নির্বাচন করা হয়েছে।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী নারী পুরুষ।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. ১৫ টি প্রতিবন্ধী পরিবারে ২টি করে মোট ৩০টি মাতৃ ছাগল বিতরণ করা হয়।
২. ১৭ টি মাতৃ ছাগল বাচ্চা প্রসব করেছে।
৩. ১৫ জন প্রতিবন্ধী নারী পুরুষ স্বাবলম্বী হবে।
৪. ১৭টি ছাগী বাচ্চা প্রসব করেছে। অন্যান্য ছাগী গর্ভবতী হয়েছে এবং বাচ্চা প্রসবের সময় হয়েছে।
৫. এই ১৫ জন প্রতিবন্ধী নারী পুরুষ আয় উপার্জনের মাধ্যমে সমাজে মডেল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

পারভীন আকতার এর ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন পরিদর্শন	**বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী আলাউদ্দিনের ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন পরিদর্শন**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- ছাগীর দুধ পান করে তাদের পরিবারের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে।
- প্রকল্পটি সরাসরি এসডিজি'র অভীষ্ট লক্ষ্য ১, ২ ও ৫ নং অর্জনে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়তা করবে।

১৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ভ্যান গাড়ি বিতরনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
প্রকল্পের সময়কাল: ১লা জুলাই ২০২২ হতে ৩১ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং পর্যন্ত
দাতা সংস্থা: বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ
প্রকল্পের কর্মএলাকা (নিচের ফরমেট অনুযায়ী): সীতাকুন্ড উপজেলার ০৩ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ দরিদ্র মানুষের মধ্যে ভ্যান গাড়ি বিতরনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
উন্নতমানের পায়ে চালিত ভ্যান গাড়ি বড়িসহ পুরা সেট বিতরনের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তালিকাভূক্ত নিঃস্ব, দরিদ্র, হত দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী মানুষ স্বাবলম্বী হবে ও তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।
তাদের ভ্যানগুলো নিয়মিত চালানোর মাধ্যমে তাদের পরিবারের দারিদ্রতা বিমোচন করতে পারবে। তাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসবে। আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: এলাকার হত দরিদ্র, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী
প্রকল্পের প্রধান অর্জন:
১. উন্নতমানের পায়ে চালিত ১০টি ভ্যান গাড়ি বড়িসহ পুরা সেট বিতরনের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তালিকাভূক্ত হত দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছে ও তাদির কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
২. উপকারভোগী ভ্যানগুলো নিয়মিত চালানোর মাধ্যমে তাদের পরিবারের দারিদ্রতা বিমোচন করতে পারছে।
৩. উপকারভোগীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়া রোধ হয়েছে।
৪. উপকারভোগীর ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসেছে। কারন তারা এখন সঞ্চয়ী হয়েছে।
৫. উপকারভোগীর আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও উন্নত হয়েছে।

হত দরিদ্র, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্যান গাড়ী বিতরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- একেবারে হত দরিদ্র দুটি পরিবার খুবই নাজুক অবস্থায় পারিবারিকভাবে জীবন যাপন করছিল। ছেলে মেয়ের লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তাদের পরিবারে ভ্যান গাড়ি প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২জনব্যক্তিই ভ্যানগাড়ির উপার্জন থেকে ছেলে মেয়ের পড়াশোনাসহ সাংসারিক খরচ চালাতে পারছে।
- আগে এসব ভ্যান চালকগন ভাড়ায় ভ্যান চালিয়ে উপার্জিত অর্থ থেকে ১০০ টাকা ভাড়া প্রদান করত। বর্তমানে নিজস্ব ভ্যান'র মালিক হওয়াতে উপার্জন থেকে ৫০/১০০ টাকা তারা সঞ্চয় করতে পারছে। এই সঞ্চয় থেকে ভবিষ্যতে আরো একটি ভ্যান গাড়ি বানাতে আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে।

- উপকারভোগীর সফলতার ভিত্তিতে এসডিজি'র ১,২ ও ৫ নং নং লক্ষ্যমাত্রা দারিদ্র বিমোচন এ দেশের আর্থিক উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখছে।

১৬. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: রিকশা বিতরনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

প্রকল্পের সময়কাল: ১লা জুলাই ২০২২ হতে ৩১ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং পর্যন্ত

দাতা সংস্থা: বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ

প্রকল্পের কর্মএলাকা: সীতাকুন্ড উপজেলার পৌরসভা এবং ২, ৪ ও ৫ নং ইউনিয়ন

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ দরিদ্র মানুষের মধ্যে পায়ে চালিত রিকশা বিতরনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। উন্নতমানের পায়ে চালিত রিকশা বড়িসহ পুরা সেট বিতরনের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তালিকাভূক্ত নিঃস্ব,দরিদ্র,হত দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী মানুষ স্বাবলম্বী হবে ও তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। তাদের রিকশাগুলো নিয়মিত চালানোর মাধ্যমে তাদের পরিবারের দারিদ্রতা বিমোচন করতে পারবে। তাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসবে। আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: হত দরিদ্র, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১. উন্নতমানের পায়ে চালিত ১৩টি রিকশা গাড়ি বড়িসহ পুরা সেট বিতরনের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তালিকাভূক্ত হত দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছে ও তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

২. উপকারভোগীর রিকশাগুলো নিয়মিত চালানোর মাধ্যমে তাদের পরিবারের দারিদ্রতা বিমোচন করতে পারছে।

৩. উপকারভোগীর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়া রোধ হয়েছে।

৪.উপকারভোগীদের মধ্যো ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এসেছে। কারন তারা এখন সঞ্চয়ী হয়েছে।

৫. উপকারভোগীর আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও উন্নত হয়েছে।

হত দরিদ্র, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রিকশা বিতরণ কর্মসূচিতে ইপসা নির্বাহী প্রধান

রিকশা বিতরণ কর্মসূচিতে ইপসা নির্বাহী প্রধানসহ সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- একেবারে হত দরিদ্র ৫টি পরিবার খুবই নাজুক অবস্থায় পারিবারিকভাবে জীবন যাপন করছিল। ছেলে মেয়ের লেখা পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তাদের পরিবারে পায়ে চালিত রিকশা প্রদান করা হয়। বর্তমানে উক্ত ৫ জনব্যক্তিই রিকশা চালিয়ে সেই উপার্জন থেকে ছেলে মেয়ের পড়াশোনাসহ সাংসারিক খরচ চালাতে পারছে।
- আগে এসব চালকগন ভাড়ায় ভ্যান/ রিকশা চালিয়ে উপার্জিত অর্থ থেকে ১০০/১২০/১৫০ টাকা ভাড়া প্রদান করত। বর্তমানে নিজস্ব রিকশা'র মালিক হওয়াতে উপার্জন থেকে ৫০-১০০ টাকা তারা সঞ্চয় করতে পারছে। এই সঞ্চয় থেকে ভবিষ্যতে আরো একটি রিকশা বানাতে আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে।
- তারা এসডিজি'র ১,২ ও ৫ নং নং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দারিদ্র বিমোচন এ দেশের আর্থিক উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখছে

১৭. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: ইপসা ইউএসএফএস- ক্যাম্পাস প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: মার্চ ২০২৩ নভেম্বর ২০২৩ **দাতা সংস্থা**: ইউএসএফএস

প্রকল্পের কর্মএলাকা: কক্সবাজার জেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১: নির্বাচিত এলাকায় যুবকদের কার্যকর কর্মশক্তি ও দক্ষতা উন্নত করা;
২: কার্যকর কর্মসংস্থানের খাতে যুবদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি;
৩: পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপ তৈরি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: হোষ্ট কমিউনিটিতে বসবাসবাসরম প্রান্তিক যুবা নারী ও পুরুষ।

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন:

০১।এই উদ্যোগটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পরিষেবা এবং ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে দক্ষ ব্যবসায় এবং পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপের নেতাদের বিকাশের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে। এই উপাদানটির লক্ষ্যবস্তু জনসংখ্যা ছিল সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক যুবকদের বয়স ১৮-২৯ বছরের মধ্যে যারা কক্সবাজারে এসএসসি পাস করেনি।

২। প্রকল্পের সময়কাল এ ৫৩ জনের সাথে প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করছে।

০৩। প্রোগ্রামটি ৫৩ জন যুব প্রশিক্ষণ পাশাপাশি নেতৃত্ব, উপযুক্ত ট্রেডস, তরুণদের পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপ এবং অন্যান্য। ইপসা বিভিন্ন ট্রেডের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যেমন যুব নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, সক্রিয় নাগরিক প্রশিক্ষণ, যুব স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং গণিত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত অংশ থেকে ইপসা টেইলারিং কোর্সের উপর প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে।

০৪। ওয়াইসিসি প্রশিক্ষণের ৩৪ জন মহিলা এবং ১৯ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ করে ও এক মাসের ইন্টার্নশিপ করে ।

০৫। ৪ এবং ৫য় ব্যাচে ইপসা ৪৮ জন ওয়াইসিসি প্রশিক্ষণার্থীকে টেলারিং ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের উপর উপর ৪০০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশিক্ষনের ছবি	**টেইলারিং প্রশিক্ষনের ছবি**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- ইপসা কম্পাস এবং ইউএসএফএস এবং ইউএসএইডআইডি প্রতিনিধিদের সাথে প্রাথমিক মাঠ পরিদর্শন সহ এই প্রকল্পের সাথে শুরু থেকেই জড়িত ছিল এবং ইপসা প্রকল্প শুরু করার পরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় ইপসা বুঝতে পেরেছিল যে আয় সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলি তরুণদের কাছে খুবই জনপ্রিয় এবং এর সৃষ্টি। চাকরির কর্মসংস্থানের সুযোগ। সেইসাথে ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উপকূলীয় এলাকা এবং সামুদ্রিক মাছের একটি বৃহৎ উৎস হিসেবে যা আমরা মৎস্য খাতে কারিগরি প্রশিক্ষণ বরাদ্দ করলে একটি চমৎকার এজেন্ডা হতে পারে।

কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত

দাতা সংস্থা: সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রকল্পের কর্মএলাকা: কক্সবাজার ও মহেশখালী

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ নোয়া ছিরার মুখ/ আত বিয়ের ধার/ কূম এ যাতায়াতকারী তালিকাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মৎসজীবিদের ঋণ, আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: জেলে কমিউনিটি

প্রকল্পের প্রধান অর্জন:

১) গ্রুপ মিটিং ও সচেতনতা মুলক অধিবেশন-৬২১। মোট ৯৯০ টি।

২) বোট মেরামত প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ ১৮ জন। মোট ১২ ব্যাচ ৫০জন।

৩) জাল বানানোর প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ ২০ জন। মোট ৫ ব্যাচ ৫০ জন।

৪) বোট মেরামত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা দৈনিক ৭০০-১২০০ টাকা আয় করে, জাল বানানোর প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা ৭০০০ থেকে ৯০০০ টাকা আয় করে,সেলাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা ৭০০০-৯০০০ টাকা আয় করে।

বোট মেরামত প্রশিক্ষণ	**সেলাই প্রশিক্ষণ পরবতী আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

১) সচেতনতা মুলক অধিবেশনের ফলে কমিউনিটি পয়ায়ে একে অপরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় (করোনা ভাইরাস, সুন্দর পরিবার সুন্দর সমাজ, শিশু শিক্ষা, পুষ্টি, প্রথমিক চিকিৎসা, দূযোগের ক্ষাতি এড়ানো) ইত্যাদি বিষয়ে বার্তা সহজে দিতে পারে।

২) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে নারীরা আয়বর্ধনমুলক কাজে অংশগ্রহন করে পরিবারের জীবিকা উন্নয়ণ করা সম্ভব হচ্ছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশদূষণ, খাদ্যাভাব, কর্মসংস্থানের সংকট প্রভৃতি নানা সংকটের আবর্তে পৃথিবী নিপতিত। সাম্প্রতিক কালে উষ্ণায়ন এবং তৎসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা ইত্যাদি সবগুলো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সম্প্রতী, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা এবং অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, প্রতিক্রিয়া এবং দুর্যোগের শিকারদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক প্রক্রিয়া ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নীতকরনে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। ইপসা ২০২২-২০২৩ প্রতিবেদন সময়কালে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বমোট ০৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ১৭৩৬২৪ যেখানে শিশু ৩২.৯% কিশোর কিশোরী ১৬.৮% যুবা ৩৫২৫.৬% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ২০.২% প্রবীন জনগোষ্টি ৪% এবং প্রতিবন্ধী ০.৫%। বর্তমানে, ইপসা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচীর আওতাধীন নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল

ক্রম নং	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচি
০১	চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুন্ডে ইকোট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন'' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প
০২	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
০৩	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ
০৪	সাসটেইনেবল একুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস অ্যাট নর্দান চট্টগ্রাম

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ চট্টগ্রামের মিসরাই ও সীতাকুন্ডে ইকোট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন'' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০২১ –জুন ২০২৩)।

দাতা সংস্থা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও নিজস্ব অর্থায়ন।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড,মিরসরাই, চট্টগ্রাম ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মান (ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরী শ্রম সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত) উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

পরিবেশ বান্ধব আধুনিক পর্যটন সরঞ্জামাদি, উপকরণ এবং সার্ভিস নিশ্চিতকরণ। দক্ষ সার্ভিস প্রোভাইডার ও সার্ভিস সহযোগী উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত সার্ভিসের সংখ্যা বৃদ্ধি। ইকো-ট্যুরিজম সার্ভিসের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পর্যটকের সংখ্যাবৃদ্ধি। ইকো-ট্যুরিজমের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের মাঝে আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রকল্প এলাকার পযটন স্থানের স্থানীয় নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- হোমস্টে সার্ভিস ৪
- ক্যাটারিং সার্ভিস । -৫
- পর্যটকদের বসার স্থান নির্মাণ-৬
- পর্যটন এলাকায় টয়লেট ও কাপড় পর্যটন স্থান নির্মান-৪
- পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়নে ডাস্টবিন নির্মাণ--৮
- বিল বোর্ড তৈরি ও স্থাপন-৪
- পর্যটকদের চলাচলের জন্য কাঠের ও আরসিসি ব্রীজ নির্মান-২

পর্যটন স্পটে হোমস্টে সার্ভিস	**পর্যটন এলাকায় টয়লেট উন্নয়ণ**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

পরিবেশে সংরক্ষন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পকে স্থানীয় জনগনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির ফলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষনে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় বেকার যুবক যুবতীদের পর্যটন সংশ্লিষ্ট কাজে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের দৈন্যতা দূরীকরনে ভূমিকা রাখছে।

০২. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন ২০২২ হতে মে ২০২৫।

দাতা সংস্থাঃ ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (বন্দর,চান্দগাও. পাঁচলাইশ, কোতয়ালী, বাকলিয়া, হালিশহর, বায়েজিদ, খুলশী)।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃক্লিনার্স সার্ভিস অরগানিজেশন, উদ্যোক্তা, বর্জ্য সংগ্রহকারী, রিসাইক্যালার, বর্জ্য মেনুফ্যাকসারার, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বসবাসরত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ইউনিলিভার বাংলাদেশ এবং ইপসার মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর (চুক্তি) সম্পন্ন।

২. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন;

৩. প্রকল্পের ২০২ জন সিএসও ও ২১২৪ জন বর্জ্য সংগ্রহকারীর মাধ্যমে গত জুন ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৮২৩৭.১৮৩ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩৭৭.৬৩৫ টন রিজিড প্লাস্টিক বর্জ্য এবং ৪৮৫৯.৫৪৮ টন সিংগল ইউজ প্লাস্টিক (হালকা পলিথিন)।

৪. মোট ২৬০০ জন বর্জ্য সংগ্রহকারীকে প্রকল্প থেকে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫. প্রকল্পের পক্ষ হতে সোশ্যাল রিসোর্স ম্যাপিং বুকলেট প্রকাশ ও ৫ টি তথ্যচিত্র/ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রকাশ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ইউনিলিভার ও ইপসা'র মাঝে সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন	**ল্যান্ডফিল্ড ভিত্তিক বর্জ্য সংগ্রহকারীদের মাঝে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

১. বাজারে হালকা পলিথিনের বর্জ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, কিন্তু মাঠ থেকে এসব পলিথিন বর্জ্যের যোগান কম বা সংগ্রহ হয় না।

২. অসংগৃহীত হালকা প্ললিথিন বর্জ্যের সংগ্রহের জন্য প্রণোদনা বা বিশেষ সুবিধা প্রদান করলে এসব বর্জ্যের সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৩. গৃহস্থালী পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলে প্লাস্টিক-পলিথিন গৃহাস্থালী লেভেল থেকে পৃথকীকরণে হবে এবং প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

৪. বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব রয়েছে।

৫. বর্জ্য সংগ্রহকারী ও ভাঙ্গারির দোকানদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাব রয়েছে। তাদেরকে মূল্যায়ন করলে নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আরো মজবুত হবে।

৬. গৃহস্থালী পর্যায়, বর্জ্য সংগ্রহকারী, ভাংগারি দোকান, রিসাইক্যালার ও ম্যানুফাকসারারদের মধ্যে আন্তযোগাযোগ বৃদ্ধি করতে পারলে বর্জ্য সংগ্রহ বেড়ে যাবে ।

০৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনাম: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত

দাতা সংস্থাঃ ক্লাইমেট জাস্টিস রেজিলিয়েন্ট ফান্ড (সিজেআরএফ) ।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ বাঁশখালী-চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া-কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত অসহায় মানুষদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহঃ

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ ও যুব জনেগোষ্ঠীর দক্ষতাবৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের টেকসই জীবিকার উন্নয়ন ও প্রাপ্য অধিকারসমূহ দাবী করতে পারে।

জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রয়োজনীয় এডভোকেসি করা ।

নিরাপদ স্থানে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের মৌলিক চাহিদার সুযোগসহ আশ্রয় সুবিধা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষ ও যুব জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১) ৪টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারকে পুনবাসর্নের লক্ষ্যে ইপসা বাঁশখালী উপজেলার সাধনপুরে ২০ শতক জমি ক্রয় করেছে, শুষ্ক মৌসুমে ভূমি উন্নয়ন ও ঘর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করে নির্বাচিত পরিবারসমূহকে পুনবার্সন করা হবে ।

২) বাঁশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলায় ২০টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের প্রতিনিধিদের মাচায় ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ প্রদান পরবর্তী তাদের মাঝে ২০টি দেশীয় উন্নত জাতের মা-ছাগল প্রদান করা হয়েছে যাতে তাদের পরিবারের বিকল্প আয়ের উৎস্য সৃষ্টি হয়।

৩) বাঁশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নে ভূমিকা পালনের জন্য উদ্যোমী যুবদের সমন্বয়ে ১০টি যুব ফোরাম গঠন ও তাদেরকে ২দিন ব্যাপী জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারণা প্রদানের কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪) মিশরে আয়োজিত জলবায়ু সচেতনতা বিষয়ক আন্তজার্তিক সম্মেলন কোপ-২৭ এবং জার্মানীর বনে আয়োজিত আন্তজার্তিক সম্মেলন (এসবি ৫৮) এ ইপসার পরিচালক এবং প্রকল্পের ফোকাল পারসন জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু স্থানচুতি নিয়ে উপস্থাপন করেন

৫) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে ও আন্তজার্তিক পর্যায়ে বাংলাদেশের পর্যাপ্ত ক্ষতিপুরণের ফান্ড নিশ্চিতকরণে ইপসা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সিভিল সোসাইটির সংস্থাদের নিয়ে ৬টি কর্মশালা ও ১টি ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ন অন এনভায়রনমেন্ট বিষয়ক প্রতিযোগীতামূলক কর্মশালার আয়োজন করে যার পরবর্তীতে কপ-২৭ পরবর্তী লস এন্ড ডেমেজ ইস্যুতে বাংলাদেশের জোড়ালো এডভোকেসির কারণে আন্তজার্তিক দাতা দেশসমূহ বাংলাদেশ সহ জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার কিছু দেশসমূহকে আর্থিক তহবিল বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতা বাড়ানো হয়েছে।

ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ন অন এনভায়রনমেন্ট কর্মসূচিতে পুরস্কার প্রাপ্ত যুবা

আন্তজার্তিক সম্মেলন কোপ-২৭ এ ইপসার পরিচালক এবং প্রকল্পের ফোকাল পারসন জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান এর উপস্থাপন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছাতে স্থানীয় মানুষেদের সমন্বয়ে গড়া কমিউনিটি টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- যুব জনগোষ্ঠীর সমাজ উন্নয়নে আগ্রহ ও উদ্যোম আছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও সমাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের ধারণা বৃদ্ধি করলে তারাও নিজ এলাকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্সনের উদ্যোগ নেয়ার সময় দূর্যোগ ঝুঁকিমুক্ত উঁচু স্থান, জনগোষ্ঠীর বসবাসস্থলের আশেপাশে, জীবিকায়নের সুযোগসম্পন্ন এলাকা অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় কমিউনিটি টিমের সদস্য, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মতামতের মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।
- শহর এলাকায় মাইগ্রেশন বন্ধে জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের বিকল্প জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে
- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান সমস্যার সমাধান ও অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সার্বক্ষণিক এডভোকেসি সুফল বয়ে আনতে পারবে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হলে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, সুশীল সমাজ, এনজিও কর্মী, গবেষকবৃন্দের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এবং সুপারিশ গ্রহণ করতে হলে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি সভার আয়োজন খুবই প্রয়োজন।

কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: সাসটেইনেবল একুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস অ্যাট নর্দান চট্টগ্রাম

প্রকল্পের সময়কাল: জুন ২০২২ থেকে জানুয়ারী ২০২৪ **দাতা সংস্থা:** পিকেএসএফ

প্রকল্পের কর্মএলাকা: সীতাকুন্ড ও মীরসরাই উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- পরিবেশ বান্ধব টেকসই মৎস্য চাষ উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য-

- মৎস্য চাষীদের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অনুশীলন সমূহ গ্রহণ ও বজায়রাখা নিশ্চিত করা।
- গুনগত মান সম্পন্ন উপকরণ যেমন পোনা, মৎস্য ঔষধ, মাছের খাদ্য, প্রোবায়োটিক এবং অন্যান্য উপাদান প্রাপ্তি সহজলভ্য করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং পরিবেশের দূষণ কমানো।
- মাছ চাষ উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: মাছ চাষী

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন :

১) প্রদর্শনীর (৩০টি) মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত ও আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মাছ চাষে উৎসাহিত করা

২) বায়োফ্লক প্রযুক্তি(০৫) ব্যবহার করে মাছ চাষ ও এ্যারেটর স্থাপন

৩) মিনি ফিশ হ্যাচারী স্থাপন (০২)

৪) হালদার পোনা নার্সারী স্থাপন (০৭)

৫) মাছের উন্নত সম্পূরক দানাদার খাদ্য তৈরীর পিলেট মেশিন স্থাপন (০২)

বায়োফ্লক মাছ চাষে মাছ চাষীর দিনবদল

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

১) পরিবেশ বান্ধব উপায়ে ও পরিবেশের কোনধরনের ক্ষতি না করে মাছ চাষ পদ্ধতি ।

২) মাছ চাষের আধুনিক পদ্ধতি সমূহ যেমন এরিয়েটর, প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে মাছ চাষ।

দূর্যোগ
ঝুঁকিহ্রাস
এবং
মানবিক
সাড়াদান
Food Distribution
মেয়র পদক ২০২২

দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সাড়াদান

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা ইত্যাদি সবগুলো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সম্প্রতী, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে আগত জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা, সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ইপসা প্রথম থেকে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ইপসা ২০২২-২০২৩ প্রতিবেদন সময়কালে দূর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক সর্বমোট ০৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং মোট সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ১৭৩৬২৪ যেখানে শিশু ৩২.৯% কিশোর কিশোরী ১৬.৮% যুবা ৩৫২৫.৬% প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ২০.২% প্রবীন জনগোষ্টি ৪% এবং প্রতিবন্ধী ০.৫%। ইপসা দূর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	দূর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্মসূচী
০১	General Food Assistance (GFA) Programme
০২	Food Distribution Project ২০২১ for Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) Shifted to Bhasan Char under Noakhali District of Bangladesh
০৩	Proyash-II (Building Urban Resilience in Dhaka and Chattogram)
০৪	সাইক্লোন মোখা'য় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ইপসা-শাপলা নীড় এর জরুরী সামগ্রী বিতরণ প্রকল্প

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ General Food Assistance (GFA) Programme

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী, ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩। **দাতা সংস্থাঃ** WFP (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি)।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ই-ভাউচার এবং সদৃশ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের পছন্দের খাদ্য পণ্য নির্বাচন করার স্বাধীনতার সুবিধার্থে রোহিঙ্গা শিবিরে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রোটিন-সমৃদ্ধ আইটেম হিসাবে খাদ্যতালিকাগত বৈচিত্র্যকে উন্নত করতে ১৯৮৩৪ পরিবার -এর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১০০ kCal নিশ্চিত করা জরুরী সময়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা শরণার্থী যারা কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাস করছেন।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- জেনারেল ফুড এসিস্টেন্স (জিএফএ) প্রোগ্রাম প্রতি মাসে গড়ে ৩৩২৩৫ পরিবারকে সংগঠিতকরণ এবং খাদ্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যেখানে প্রতি মাসে গড়ে ৩২৮৫৬ পরিবার খাবার গ্রহণ করেছে যা মোট লক্ষ্যের ৯৮.৮৬ %।
- জুলাই ২০২২-থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত জেনারেল ফুড এসিস্টেন্স (জিএফএ) প্রোগ্রাম মোট ৫০ টি ফুড সেক্টর মিটিং আয়োজন ও সম্পাদন করা হয়।
- অগ্নিকান্ড, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, পরিবারের স্থানান্তর, সুরক্ষা এবং ক্যাম্পে নতুন আগমন ইত্যাদি জরুরী সময়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন বাঁচানোর জন্য জুলাই ২০২২-থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত জেনারেল ফুড এসিস্টেন্স (জিএফএ) প্রোগ্রাম মোট ১৩৮৬৯ প্যাকেট প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করে।
- জরুরী সময়ের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন বাঁচানোর জন্য ৩.৭৮৫ মেট্রিক টন ফোর্টিফাইড বিস্কুট দিয়ে খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করে।
- খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে সুবিধাভোগীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি -এর সহায়তায় ৫ টি খাদ্য নিরাপত্তা (RFSC) কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা (RFSC) কমিটি মিটিং	**আউটলেটে সুবিধাভোগী ব্যবস্থাপনা।**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- নিয়মিত ফলো-আপ এবং মাঠ পর্যবেক্ষণ পরিদর্শন মাঠ পর্যায়ে গুণমান বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর এবং কর্মীদের এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে অনৈতিক ক্ষমতা অনুশীলনের ঝুঁকি কম করে।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সিআইসি অফিস সহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- অগ্রিম অবকাঠামো এবং বর্ষার প্রস্তুতির প্রাথমিক মূল্যায়ন অপারেশনকে সহজ করে তোলে এবং সুবিধাভোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

২. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Food Distribution Project ২০২১ for Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) Shifted to Bhasan Char under Noakhali District of Bangladesh

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৫ জুন ২০২১– ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ ।

দাতা সংস্থাঃ মুসলিম এইড ইউকে বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ভাসানচর ক্যাম্প,হাতিয়া, নোয়াখালী

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এফডিএমএনদের মাঝে খাবার দিয়ে তাদের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণ করাসহ পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. ইপসা প্রজেক্ট ষ্টাফদের জন্য একটি প্রকল্প ওরিয়েন্টেশন (জেন্ডার ও চাইল্ড প্রটেকশন পলিসি)

২. ইপসা প্রকল্প অবহিতকরণ সভা সিআইসি কনফারেন্স রুমে আয়োজন করে।

৩. ইপসা ৪৯৫এফডিএমএন পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রি ৩ মাস বিতরণ করে।

৪. ইপসা প্রকল্প ষ্টাফদের নিয়ে তিনটি (০৩) ষ্টাফ সমন্বয়সভার আয়োজন করে।

৫. ইপসা একটি প্রকল্প সমাপনি সভা সিআইসি কনফারেন্স রুমে আয়োজন করে।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

ক্লাস্টার ভিত্তিক খাবার বিতরণ করা।
পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্য বন্টন করা।
এআরআরসি/সিআইসি কর্তৃক খাবার বন্টনের পূর্বে ফলোআপ মিটিং করা।

৩. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Proyash-II (Building Urban Resilience in Dhaka and Chattogram)

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০২১- জুন ২০২২ **দাতা সংস্থাঃ** সেভ দ্যা চিলড্রেন

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ৪ নং চান্দঁগাও ওয়ার্ড, ৭ নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড, ৮ নং শোলকবহর ওয়ার্ড, ১৯ নং বাকলিয়া ওয়ার্ড, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন , চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নগরের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ন এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের দুর্যোগের প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস এবং সাড়া প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন আঘাত ও চাপের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কমিউনিটি এবং স্কুল শিশু, কর্মজীবি নারী, অভিভাবক, কেয়ারগিভার, যুব ভলানটিয়ার, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, মিডিয়া এবং একাডেমিয়া

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১। চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও কল্যানকর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মাননীয় মেয়র কর্তৃক ৫টি ক্যাটাগরিতে "মেয়র পদক" প্রদানে অনুষ্ঠান আয়োজন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রতি বছর এই পদক প্রদান জারি রাখবেন। যার ফলে সাধারণের মাঝে নগরীর উন্নয়নের কাজ করার অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পাবে।

২। প্রকল্পের পক্ষ থেকে স্থানীয় কাউন্সিলর, জনগনের সমন্বয়ে চট্টগ্রাম নগরীর ৪ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ঝুঁকিপূর্ণ ও উন্মুক্ত তালতল খালে ৭০০ ফুটের একটি সুরক্ষা র‍্যালিং স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া স্কুলগামী শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে চর চাক্তাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি টয়লেট এবং অন্য ৪ টি স্কুলে বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার বসানো হয়েছে।

৩। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে **এবং** ঘূর্ণিঝড় মোখা প্রকল্পের নগর স্বেচ্ছাসেবকগণ চট্টগ্রাম ৪১ ওয়া**র্ডে** মাসব্যাপী ক্যাম্পেইন ও বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করেছে।

৪। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বহুমুখী আপদ মোকাবেলা করার জন্য একটি প্রকল্পের আওতায় একটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একটি মাল্টিহ্যাজার্ড কন্টিজেন্সি প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। যা ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৬। প্রকল্পের উদ্যোগে গঠিত চট্টগ্রাম আরবান নেটওয়ার্ক কর্তৃক চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নগর মহাপরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান যেগুলো বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করেছেন।

ইপসা প্রয়াস-২ প্রকল্পের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মানবিক ও নগরীর উন্নয়নে কাজ করছে এমন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মাঝে ৫ ক্যাটাগরিতে মেয়র পদক প্রদান করা হয়।	**ইপসা প্রয়াস-২ প্রকল্পের চট্টগ্রামে সংগঠিত বিভিন্ন অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ প্রতিরোধে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময়সভা নগরীর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে আয়োজন করা হয়। তুলে দেওয়া হয়।**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

১। মাল্টিহ্যার্জার্ড কন্টিজেন্সি প্ল্যানের মাধ্যমে দুর্যোগের ধরণ-প্রকরণ ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাচ্ছে।

২। অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণ জনিত আলোচনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধারণা লাভ করছে। এবং উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

৩। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম নগর মহাপরিকল্পনায় অংশীজনের মতামত গুরুত্ব দিচ্ছে।

৪। নগর স্বেচ্ছাসেবক তথা আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারগণ নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন এবং স্ব উদ্যোগে নগরীর বিভিন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে সাড়াপ্রদান করছে।

৪. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনাম: সাইক্লোন মোখা'য় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ইপসা-শাপলা নীড় এর জরুরী সামগ্রী বিতরণ প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল: ১৫ মে ২০২২ – ২৪ মে'২০২২ (১০দিন) **দাতা সংস্থা**: শাপলানীড়

প্রকল্পের কর্মএলাকা (নিচের ফরমেট অনুযায়ী): টেকনাফ উপজেলা

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ মোখায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে জরুরী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: মোখায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার

প্রকল্পের প্রধান অর্জন :

১. দুত ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির পাশে দাড়ানো।

২. ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির জরুরী চাহিদা নিরুপণ করা।

৩. জরুরী প্রয়োজনে দ্রুত সাঁড়া প্রদান।

৪. দূর্যোগ পরবর্তী নারী প্রধান পরিবার, বিধবা ও শারীরিকভাবে অক্ষম স্বামী মহিলাদের সহায়তা প্রদান।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে জরুরী সামগ্রী বিতরণ	**জরুরী সামগ্রী গ্রহণে অপেক্ষারত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- প্রশাসনের সার্বিক সহযোগীতায় সুষম বন্টন।
- সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরী সেবা প্রদান করা আবশ্যক।

লিংক
অরগানাইজেশন
২ ডিসেম্বর ২০২২
FINANCE
NOW
CLIMATE
JUSTICE
WE WANT
JUSTICE

লিংক অরগানাইজেশনসমূহ:

ইপসা'র মোট ০৬ টি লিংক অরগানাইজেশন মানব সম্পদ উন্নয়ন, কমিউনিটির অংশগ্রহন, ইপসার মূল্যবোধ ও সম্প্রসারণে কাজ করছে। ইপসা ২০২২-২০২৩ প্রতিবেদন সময়কালে লিংক অরগানাইজেশনসমূহ এর আওতায় সরাসরি অংশগ্রহণকারী জনগোষ্টির সংখ্যা ৯০১৭১০ জন যেখানে শিশু ১৬% কিশোর কিশোরী ২০% যুবা ২৩ প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ ৩২% প্রবীন জনগোষ্টি ৮% প্রতিবন্ধী ১% এবং নৃতাত্বিক জনগোষ্টি ১%। নিম্নে ইপসা'র প্রতিবেদন সময়কালীন লিংক অরগানাইজেশনসমূহের কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

ক্রম নং	ইপসা-লিংক অরগানাইজেশন এর কার্যক্রম সমূহ
০১	ইপসা-আইআরসিডি
০২	রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২
০৩	ইপসা ডেভেলপম্যান্ট রির্সোস সেন্টার-ডিআরসি
০৪	ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সমূহ (০৩টি আবাসিক)
০৫	রেডিও দ্বীপ (ইন্টারনেট রেডিও)
০৬	সেন্টার ফর ইয়ুথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইপসা-সিওয়াইডি)

১. ইপসা- আইআরসিডি

২০০৫ সালে ইপসা প্রতিষ্ঠা করে ইনফরমেশন, কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি রিসোর্স সেন্টার অন ডিজেবেলিটি (আইআরসিডি)। এই লিংক অরগানাইজেশনটির মিশন হল তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরী করা ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। । বর্তমানে, ইপসা আইআরসিডি নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃPrirotizing Web accessibility for persons with Disabilities Living in Bangladesh

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কপোরেশন, সীতাকুন্ড ও মীরশ্বরাই **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

একটি ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন এবং একটি ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি টুলকিট তৈরী করা।

ওয়েভ ডেভেলপার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

নিবাচিত সরকারী ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস অডিট পরিচালনা করা এবং একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

এডভোকেসী সভার আয়োজন করা এবং একটি ক্যাম্পেইন করা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. একটি ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন এবং ্একটি ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি টুলকিট তৈরী করা।

২. ওয়েব ডেভেলপার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩. নির্বাচিত সরকারী ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস অডিট পরিচালনা করা এবং একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৪. অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা এবং একটি ক্যাম্পেইন করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষ।

কর্মসূচীর বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটির গুরুত্ব সর্ম্পকে বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়েছে।

২. ওয়েব ডিজাইনাররা ওয়েব অ্যাক্েরসযোগ্যতার জন্য নতুন গাইডলাইন এবং টুলকিট ডিজাইন করা হয়েছে ।

৩. অনলাইন পরিষেবাগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অ্যাক্েরসে বহুগুন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীদেরকে অ্যাক্সেসযোগ্য ওয়েব এবং পরিষেবাগুলির ব্যবহার সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডাদের নিয়ে ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি সর্ম্পকে সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এডভোকেসী সভায় বক্তব্য রাখছেন ইপসা নির্বাহী প্রধান

ইপসা আইআরসিডিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২. রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২

প্রকল্পের সময়কাল: চলমান **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা।

দাতা সংস্থাঃ উদোক্তা সংস্থা ইপসা ,পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউডেশন, বিএনএন আরসি,গনস্বাক্ষরতা অভিযান, জন্স হপকিংস ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক, বিসিআরএ,ইউনেসেফ বাংলাদেশ,ইউএসএইড, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশান

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড,মিরসরাই ,সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা । স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।

স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।

ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকরিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।

সম্প্রচার এলকার সার্বিক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা। সৃজনশীল কর্মদ্যোগকে সহায়তা করা।

কর্মসূচীর বিশেষ অর্জনসমূহঃ

* সমম্প্রচার এলাকার প্রায় ৫ লক্ষ লোক কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ, আবহাওয়া, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা , ক্ষুদ্র ঋণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে।

* ২ লক্ষ জন কৃষক কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।

* সমুদ্র উপকূলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আতŔরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

* এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

* ৩ লক্ষ সংখ্যক নারী তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

* ১ লক্ষ শিশু কিশোর ও ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শুনতে পারছে এবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তা বাড়ছে।

* সার, বীজ, কীটনাশক সহ স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষি পন্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে উৎপাদনকারীরা সহজেই জানতে পারছে।

* স্থানীয় জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ঋণ সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছে।

* বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আতRকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।

কর্মীদের সাথে পরিকল্পনা শেয়ারিং	**স্টুডিওতে অনুষ্ঠান ধারণ করা হচ্ছে।**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যোগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং দূর্যোগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা।
- বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আতRকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। যে কোন দূর্যোগ যেমন কোভিড ১৯ এর সময় মানুষের জরুলি প্রয়োজনে তাদেরকে যথাসময়ে তাদেরকে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া

০৩. ইপসা ডেভেলপম্যান্ট রির্সোস সেন্টার-ডিআরসি

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান। **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা।

প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ ইপসা প্রধান কার্যালয়।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের জন্য ইপসা ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নানামুখি আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নকর্মীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও বিকাশ ঘটাবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা'র উন্নয়ন র্কমীদের পাশাপাশি চট্টগ্রামে কর্মরত অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়নকর্মীগন।

কর্মসূচীর বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবসস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্সূচি আয়োজন করা, বিভিন্ন দিবসে ধারনা পত্র তরৈী করা।

২. ডিআরসি'র নিয়মিত মান উন্নয়ন বিভিন্ন কর্ণার স্থাপন

৩. বঙ্গাবন্ধু র্কণার স্থাপন করা

৪. চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড পাবলিক লাইব্রেরী, রেড ক্রিসেন্ট, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনগুলোতে বই অনুদান প্রদান করা হয়ছে।

৫. ফেসবুক আইডি ডিআরসি পেজ থেকে 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ'একটি বইয়ের প্রচ্ছদ প্রচার করছে ১ মাস যাবত। বইটির লেখক মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী সম্পাদিত। বইটি বঙ্গাবন্ধুর হত্যার পর প্রথম চট্টগ্রামরে কবি,লেখক, সাহিত্যিকগনের তীব্র প্রতিবাদে বইটি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

৬. সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন -২০২২ উদযাপন	**মো: সাখাওয়াত হোসেন,সভাপতি, ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রিসার্স এর কাজ করছেন ইপসা ডিআরসি'তে**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

অনেকের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে। ডিআরসি'র কাজের মানন্নোয়ন হয়েছে। ডিআরসি' কার্যক্রম পরিদর্শন করে 'আলোঘর' প্রকাশনা থেকে পুনরায় বই অনুদান প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বিভিন্ন লেখকগন এই ডিআরসি ভিজিট পরবর্তী তাদের বই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উপহার হিসেবে প্রদান করে থাকেন।

৪. ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সমূহ (০৩টি আবাসিক)

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান। **দাতা সংস্থা:** নিজস্ব তহবিল

প্রকল্পের কর্মএলাকা: কাউখালি-রাঙ্গামাটি, রামু-কক্সবাজার, সীতাকুন্ড-চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ইপসার নিজস্ব স্থাপনা ও অবস্থান নিশ্চিত করা।
মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।
সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা।
বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আন্ত-সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।
প্রান্তিক জনগোষ্ঠির (যুব, নারী, প্রতিবন্ধি) দক্ষতা বৃদ্ধিম সক্ষমতা আনয়ন।
সমাজের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে এটি সামাজিক গবেষণাগার হিসেবে কাজ করা।

প্রকল্পের/কর্মসূচীর অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ নারী, শিশু, যুব, প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি

প্রকল্পের/কর্মসূচীর মূল বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
২. বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহযোগিতা।
৩. বিভিন্ন পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মিক্ষার্থীদের ফিল্ড পরির্দশনের সহযোগিতা।
৪. উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের/উন্নয়ন গবেষক এর জন্য আবাসন এর ব্যবস্থা ।
৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এইচআরডিসি ক্যাম্পাস-সীতাকুন্ড	**এইচআরডিসি ক্যাম্পাস-রামু কক্সবাজার**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ
স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়ন সহজে সম্ভব
গুনগত সেবার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার সাথে কার্যক্রর সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব
স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

৫. রেডিও দ্বীপ (ইন্টারনেট রেডিও)

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান। **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা

কর্ম এলাকাঃ সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের/কর্মসূচীর লক্ষ্যঃ গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা। রেডিও সম্প্রচারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।
স্থানীয় পর্যায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
ক্ষুদ্র অর্থায়নের কার্যকরিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।
সম্প্রচার এলকার সার্বিক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।
সৃজনশীল কর্মদ্যোগকে সহায়তা করা।
ক্ষুদ্র নৃ জনগোষ্ঠী মান উন্নয়নে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. এই এলাকার মানুষ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তথ্য পায়।
২. মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য পায়।
৩. উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পায়।
৪. স্বেচ্ছাসেবকরা নতুন দক্ষতা শিখছে।
৫. দ্বীপের মানুষ সরকারের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারে।

সফলতার গল্প অনুষ্ঠানের স্থির চিত্র

প্রবাস জীবনের গল্প অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

স্থানীয় পর্যায়ে ইন্টারনেট রেডিও ধারণা জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। তরুণদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মিডিয়ার সামনে মানুষের কথা বলার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। এতে করে ভিজুয়েল রেডিওর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনেকের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কমিউনিটির অংশগ্রহনে ইতিবাচক অবদান রাখতে সচেষ্ট।

৬. সেন্টার ফর ইয়ুথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইপসা-সিওয়াইডি)

সময়কালঃ চলমান **দাতা সংস্থাঃ** ইপসা

কর্ম এলাকাঃ ইপসা’র কর্ম এলাকা।

প্রকল্পের/কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

দক্ষতা ও নের্তৃত্ব বিকাশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়কসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে যুবদের ব্যক্তিক উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী করা। যুবদেরকে সম্পৃক্ত করে তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠি, নারী, আদিবাসী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি ও বিশেষ জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের/কর্মসূচীর মূল অর্জনসমূহঃ

১. সংস্থার বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপ কজের অংশগ্রহণ ও সমন্বয় সাধন।

২. জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় যুবদের উত্তম চর্চাগুলো ডকুমেন্টশন করে এ্যাকশন জেনারেশন নামক একটি বিশেষ প্রকাশনা প্রকাশ।

৩. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় যুব দিবস’ ২০২৩ উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, বৃক্ষ রোপন, কুইজ, আলোচনা সভার আয়োজন করে। ১০০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।

৪. আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, আলোচনা সভা ও ব্লাড গ্রুপিং এর আয়োজন করে। ৫০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।

৫. ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ন অফ দ্যা এনভায়রনমেন্ট’২০২২ নামক ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু সুরক্ষায় যুবদের উদ্যোগগুলোকে স্বিকার করা হয়েছে ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৬. প্লাস্টিক মুক্ত কর্ণফুলী নদী নামক ক্যাম্পেইন আয়োজনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণে প্লাস্টিকের ক্ষতিকরদিক সর্ম্পকে জনসচেতনতা তৈরী করা হয়।

৭. গ্লোবাল ল থিংকার সোসাইটি’র সাথে সমন্বয় করে সবুজ মানব প্রাচীর তৈরীর মাধ্যমে বিশ্ব রেকপর্ডে অংশগ্রহণ।

৮. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদযাপন। এই প্রোগ্রামে যুব নেতারা অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় করনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

৯. প্রো-ইয়ুথ নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুবদের সংগঠিত করা হচ্ছে।

পরিবেশ সুরক্ষায় মানব প্রাচীর গঠন করে বিশ্ব রেকর্ড গঠন	ইয়ুথ চ্যাম্পিয়ন অফ দ্যা এনভায়রনমেন্ট'২০২২ প্রতিযোগীতায় বিজয়ীরা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- যুবদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দিলে ওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ও সম্মানবোধ অনুভব করে, সমাজ উন্নয়ননে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।
- স্থানীয় পর্ডায়ে অনেক দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আগ্রহী যুব রয়েছে। তাদের দক্ষতাকে বিকাশ করে সুযোগ নিশ্চিত করলে এর জাতি গঠনে ভূমিকা রাখে।
- মহামারীর সময়ে নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে অনলাইনে অনেক সাংগঠনিক কাজ করা যেতে পারে।
- যুব স্বেচ্ছাসেবকদের স্বেচ্ছাসেবী কাজগুলোর স্বীকারপেলে তারা আরও ভালো কাজে করবে ও বেশি করে সম্পৃক্ত হবে।
- প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠিরকে একটি নেটওযার্কের আওতায় আনাগেলে, সামগ্রিক যুব উন্নয়ন কাজে সহজতর হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- প্রো-ইয়ুথ নেটওর্য়াককে গ্লোবাল নেটওযার্কে রুপান্তর করা।
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প গ্রহণ করা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্ট অংশগ্রহণ ও আয়োজনের মাধ্যমে সযস্থার প্রতিনিধত্ব করা ও পরিধি বাড়ানো।

ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা

- ইপসা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই ২০২১ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ৫ম কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে আসছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ইপসা জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত আগামী ছয় বছর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সহায়তা বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করবে। এ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত শিখন, অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায়ের চাহিদা, বর্তমান পরিস্থিতি, ইপসার সক্ষমতা এবং সর্বোপরি ৫ম কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আগামী বছরগুলোতে চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।
- সেফগাডিংকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষন।
- ইপসার উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা।
- জনগোষ্ঠীর ধরন, বয়স এবং চাহিদা নিরিখে পৃথক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেমন: বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যুব সম্প্রদায়, শিশু এবং কিশোর কিশোরী।
- কক্সবাজারের অবস্থানরত বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক এবং আশ্রয়প্রদাণকারী (স্থানীয়) জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ গ্রহণ।
- ইপসার কর্ম এলাকাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিন্যাস্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন। কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ বলয় তৈরী করা।
- সীতাকুন্ড- ও মীরসরাই উপজেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক ইকোটুরিজম প্রকল্পকে বিস্তার করা ।
- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, মীরসরাই উপজেলা ও ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা'র অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর কে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রকল্প গ্রহন।
- চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করতে একটি পৃথক আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইউনিট চালু করা।
- সচেতনতা, এডভোকেসী এবং তথ্য প্রবাহকে আরো বেগবান করতে সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
- ইপসা পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও "সাগর গিরি" ইন্টারনেট "রেডিও দ্বীপ" এর কার্যক্রম, পরিধি এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা।
- কমিউনিটি পর্যায়ে আইপি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ।
- কারিগরী শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে চালুকরণ ও যুগ উপযোগী ট্রেড চালুকরণ।
- শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে নলেজ ভিত্তিক কেন্দ্র স্থাপন করা। যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তর করা।
- ই-কমিউনিকেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিগ ডাটা বিষয়গুলো প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং এই বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করা।
- সংক্রামন রোগ এর বিস্তার প্রতিরোধে কর্মীদের স্বাস্থ্য সর্তকতা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়গুলো সব প্রকল্প/কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- প্রো-ইয়ুথ নেটওয়াকে গ্লোবাল নেটওযার্কে রুপান্তর করা
- সংগঠনের নিজস্ব অথায়নে প্রকল্প হাতে নেওয়া
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে যুব সম্পৃক্ততা বাড়ানো হবে